রামানন্দ মিলন।

প্রথম খণ্ড

SRI KRISHNA CHAITANYA GOUDIYA MATH
Mathura (U.P.)

শ্রীমানকৃষ্ণ দাস কবিরাজ গোস্বামী

বিরচিত

শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের

মধ্যম লীলার অষ্টম পরিচ্ছেদ

ও

তাহার অর্থাস্বাদন

কাব্যমঞ্জুরি ও ধরণী পদাবলী।

প্রকাশক

শ্রীগোকুল চন্দ্র মিত্র।

এস্, কে, সাহা : প্রিণ্টার।

ওঁ গৌরায় নমঃ।

বিজ্ঞাপন।

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের বহুল প্রচার ভাবি কোন ঘটনার সূত্র পর্য্যায় লক্ষিত হইতেছে। কেহ বা শ্লোকার্থ অনুবাদ, কেহ বা শ্লোক পয়ারাদির অনুবাদ, কেহ বা কচ্চিৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টীপ্পনী, আর কেহ কেহ বা সাধারণ ভাবার্থ সহ শ্রীচৈতন্যচরিত গ্রন্থ প্রচার করিয়া জগতের উপকার সাধন করত আপনারাও চরিতার্থ হইতেছেন। পরবশে কেজানে কেন, বহু গ্রন্থাদি সংগ্রহ করিয়াছি। এমন কি কএক খানি গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কন জন্য প্রস্তুতও হইয়াছে। যাহা আমার করিবার তাহা করিতেছি ও করিয়াছি এখন প্রযোক্তার উদ্দেশ্য সফল হইলেই কৃতার্থ হইব।

এই কান্দুনীর যুগে না কান্দিলে কোনও কার্য্যই সুসিদ্ধ হয় না কিন্তু আমার কোন আবশ্যকও নাই আর প্রয়োজনেরও অভাব তাই কান্না আসে না। তবে পরবশচিত্ত, পরের দায়ে কান্দিতে বলিতেছে আর নিয়োগকারী কান্দিয়া কন্দাইতেছেন, তাই না কান্দিলে আর চারা নাই। শূন্যময় জগত অন্ধকারে ডুবিয়া আছে তাহার মধ্যে নিজমনে কত কান্দিলাম—কান্না কিন্তু অন্ধকারে মিশাইয়া গেল—আর ফিরিয়া আসিল না। ভাবিলাম কান্দিয়া কান্দাইতেছে কারণ সে আমাকে ধরিয়াছে আমি একজনকে ধরিয়া না কান্দিলে, কান্না আর ফিরিয়া আসিবে না। চলিতে ফিরিতে যদি একজন পাই এই মনে ভেবে চলিলাম ফিরিলাম, মেলায় খেলায় মিট্‌মিটে আলোর আভায় দেখালাম গোকুল চাঁদকে ধরিলাম, বলিলাম ভাই! বড় গলাটিপে ধরেছে কান্না পায় না তবু কান্দিতে হইতেছে, বড় বিষম দায়ে ঠেকেছি এই বল্‌তে না বল্‌তে কান্দিয়া কান্দাইয়া দিল আমি কান্দিয়া কান্দিয়া কহিলাম।

গৌরাশ্রমের সার্থ জন্য এই গ্রন্থগুলি প্রকাশ করিয়া দিতে হইবে। প্রকাশিত গ্রন্থের দাম নাই, দর নাই ভিক্ষারীর হুকুম ভিক্ষায় জারি করিয়া দিতে হইবে, ইহাই কর্ত্তার ইচ্ছা। ধর এই নাও তোমার বোঝার উপর

এই শাক আটী চাপাইয়া আমি নিশ্চিন্ত হই। যেমন চাপাইলাম অমনি গোকুল চাঁদ কান্দিল। ভারের উপর আবার ভার দিলাম কান্দিবে বই কি!

আহা! কান্দ জনম ভরিয়া কান্দ ভাইরে।
কান্দিতে কান্দিতে জনে জনে গুণ গাই রে॥
কান্দিতে আইনু ভবে, কান্দিতে জনম যাবে,
দুধারে কান্দিয়া যেন গোরাপদ পাই রে।
অভাব স্বভাব হবে, সব দুঃখ দূরে যাবে,
কান্দিয়া ধুইয়া সুখ খারা সারা চাই রে॥
ভাবে যারা সুখ হবে, নিত্যানন্দ সঙ্গে রবে,
ঢলি ঢুলি কান্দি গাই গৌর নিতাই রে।
যাবত জনম হয়, এমতি মানস রয়,
ধরণী জুড়িয়া চলে নিতাই নিমাই রে॥
জনমে জনমে আর কিছু নাহি চাই রে॥

কান্নার যুগ কলি, কান্দিয়াই সফল কর। এই যুগের মহাজন রাই কিশোরী, গোরাচাঁদ প্রেম ভিখারী, তিনি যে ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন তাহা তৎপূর্ব্ব প্রচার ছিল না। গূঢ় গৌরলীলায় যাঁহাদের গতি ছিল সেই সকল অনুগত জনই তাহা জানিতেন। যাঁহারা জানিতেন তাঁহাদের মধ্যে রামানন্দ রায় প্রথম ধরা দিয়াছেন। অতএব গৌর রামানন্দ সম্বাদ বা রামানন্দ মিলন, পরবর্ত্তী সর্ব্বগ্রন্থের মূল। প্রথমতঃ ইহাই প্রচার কর। যেন কারুণ্য পাথারে মজিয়া কান্নার যুগে কান্দিতে ভুলিও না।

ধরণীধর দাস।

ওঁ গৌরায় নমঃ।

সূচনা।

কে তুমি ওখানে দাড়াঞা কেন ?
কি বুঝি মনেতে ভাবিছ যেন ॥
ঝর ঝর ঝরে নয়ানে জল।
কারুণ্য পাথারে নাহিক স্থল ॥
চঞ্চল ও যুগ অরুণ আঁখি।
চকিতে চাহিছ কি যেন দেখি ॥
দুলিয়া হেলিয়া আসিছ ধীর।
আসিয়া দাঁড়াও চকিত স্থীর ॥
পুন বাহুড়িয়া যাইছ কেন ?
ঠমকি নাচিয়া খঞ্জন যেন ॥
আসি যাই কর কিসের লাগি।
কি ভয়, কেন বা রহিছ ভাগি ॥
দেখিয়ে আসিতে মানস বটে।
তবে কেন বল রহিছ তটে ॥
আজ্ঞা জোর তার, পাঠাল তোমা।
অনর্গল দিতে ভক্তি প্রেমা ॥
আগু পাছু আর ভাবিতে নাই।
দিলেই সকলে মিলিয়া পাই ॥
গুণ দোষ দেখি বিচারি দিলে।
আজ্ঞা ভঙ্গ হবে খণ্ডিত হলে ॥
অখণ্ড দানের অধিকারি যে।
তাহারে এমত কভু না সাজে ॥

তা' নয় তা' নয় তুমি বীরের বাপ।
ভাবিছ কেমনে ঘুচাবে তাপ॥
স্থীর হঞা দেখি চরণ চাই।
টুটিল ধৈরজ নাচিছ তাই॥
চঞ্চল নর্ত্তনে উড়িছে ধূলী।
ধূলী সনে মন্দ পবন কেলি॥
শীতল পবন বহিয়া ধায়।
যাহারে পরশে তারে জুড়ায়॥
এই ছলে তাপ নাশিছ বুঝি।
প্রেমের বাদল করিবে সুঝি।
বুঝিয়া সুঝিয়া এখানে আসা।
পাত্রান্তর দেখ নাহিক আশা॥
তোমা সনে আমি নারিব ভাই।
ঝকটি মারিবে না পাব স্থাই॥
সমবল যেই তাহারে বল।
বলিতে বলিতে হইবে ভাল॥
আমি হীন বল সাহসে ক্ষীণ।
সহজে আমার স্বভাব দীন॥
যদি বল দিই অভ্যারে ডেকে।
পারিবে সেহ সে সঙ্গেতে থাকে।
কহিতে লাফাঞা ধরিল চুলে।
সজোরে লাথি সে মারিল মূলে॥
অচেতন হঞা পড়িনু তায়।
জ্ঞান বুদ্ধি হত জড়ের প্রায়॥
বীর দাপে বলা বুকেতে বসি।
কি কহে কহ না, মুখেতে হাঁসি॥
হাস্য রাশি মোহে চন্দ্রের সুধা।
দেখিলে সে হয় চাঁদের ক্ষুধা।

অমিয়া মধুর বচন কহে।
জড়েতে অমিয়া তরঙ্গ বহে॥
অদ্ভুত বিহরে নিতাই চাঁদ!
কে না বদ্ধ সেই প্রেমের ফাঁদ॥
সে ফাঁদে পড়িয়া কহনা কই।
জড়েতে চৈতন্য অপূর্ব্ব সেই॥
হেন খেলা খেলে নিতাই মোর।
দেখহ চাহিয়া ভাঙ্গুক ঘোর॥
ধরণী কহিছে যা বলি বলি।
তোমরা বুঝহ ভকত মেলি॥

ও গৌরায় নমঃ।

রামানন্দ মিলন।

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের মধ্যলীলার

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

সঞ্চার্য্যরামাভিধ ভক্ত মেঘে,
স্বভক্তি সিদ্ধান্তচয়া মৃতানি।
গৌরাব্ধিরেতৈ রমুনাবতীর্ণৈ,
স্তজজ্ঞত্ব রত্নালয়তাং প্রয়াতি॥ ১॥

গোরাব্ধি গোর প্রেমসমুদ্রঃ,—গোরাঙ্গঃ রামাভিধ ভক্তমেঘ তুল্য, স্বভক্তি-স্বকীয়-নিজ ভক্তি সিদ্ধান্তানাং, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর-স্বভক্তি সিদ্ধান্তানাং চয়ানি, সমূহাদিনিঃ, অমৃতানি-বারিতুল্যানি, সঞ্চার্য্য-সঞ্চারণং কৃত্বা; অমুনা রামানন্দ মেঘেন এতৈ ভক্তি সিদ্ধান্তময় জলৈ বিস্তির্ণৈ, বিস্তারৈণৈঃ তদা-মৃতানি জ্ঞাত্ব-বোধত্বং; তেন বোধেন রত্নালয়ত্বাং রত্নসমুদ্রাতাং প্রয়াতি-পরিপূর্ণত্বং প্রাপ্নোতিত্যর্থঃ। যথা সমুদ্রজল প্রদানেণ মেঘস্তস্মিন্ বর্ষন্তি, শঙ্খমুক্তাদিষু রত্নাদি সম্ভবতি অতএব সমুদ্ররত্নালয়তাং প্রাপ্নোতি তদ্বৎ। ১॥

গ্রন্থকার শ্রীমান্ কবিরাজ গোস্বামী মধ্যলীলার অষ্টম পরিচ্ছেদের উপরিউক্ত রূপ সূত্র শ্লোক দ্বারা পরিচ্ছেদে যে যে বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন তাহারই আভাস প্রদান করিয়াছেন। এই শ্লোকে পরিচ্ছেদের ব্যক্তব্য মুখ্যার্থ নিশ্চয় করিয়াছেন। রসিক ভক্তগণের প্রাণস্বরূপ-রহস্য সাধনাঙ্গ ব্যক্তাব্যক্তরূপে, কেবল অনুগা ভক্তগণের জন্য, শেষে ব্যক্ত করিয়াছেন। অতএব রসিক ভক্তগণই ইহা বুঝিয়া সুঝিয়া করণ করিবার পাত্র।

সুদীন দরিদ্র আমি নাহি প্রেমধন।
মরম না জানি লিখি শুনিনু যেমন॥

শুনিয়া না জানি দুঃখ সদাই অন্তরে।
করণ না কৈনু তার ঘর বহু দূরে॥
ভক্ত সঙ্গে ভক্তি সুখ তাহাতে বঞ্চিত।
জ্বালায় জ্বলিয়া গেল যা ছিল সঞ্চিত॥
সঞ্চিতার্থ পাইবারে করিয়ে উদ্দেশ।
ভক্ত ভুক্ত শেষ পাই খণ্ডিবারে ক্লেশ॥
ধরণী সুবুদ্ধি ধরি সুবুদ্ধির ধার।
আস্বাদয়ে তাঁর শেষে হৈতে ভবপার॥

অতএব সাবরণে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভুকে বন্দনা করিয়া মহাপ্রভুর মধ্যলীলায় রামানন্দ সঙ্গানন্দরূপ রসময় অষ্টম পরিচ্ছেদ আস্বাদনে প্রবর্ত্ত হইলাম।

সূত্র শ্লোকে সমুদ্র হইতে মেঘ উদয় হইয়া কিরূপে সমুদ্র রত্নালয় হয় এই প্রাকৃত দৃষ্টান্ত দ্বারা অপ্রাকৃত ও সুপ্রাকৃতের লক্ষণ বিচার করিয়াছেন। অতএব প্রাকৃত দৃষ্টান্তানুগত প্রক্রীয়া সমূহ সম্যক বুঝিয়া অপ্রাকৃত ও সুপ্রাকৃতের লক্ষণ বুঝিতে হইবেক।

সমুদ্র বারিরাশি—সেই বারিরাশির বারি সূর্য্যকীরণে আকৃষ্ট হইয়া বাষ্পরূপে পরিণত হইলে স্থীর বায়ু সংঘাতে মেঘের সৃষ্টি হয়। মেঘ সৃষ্টি হইলেই যে বৃষ্টিপাত হয় এমন নয়। পশ্চিমে মেঘ উদয়, দক্ষীণে বিদ্যুতসঞ্চার, পূর্ব্বীয় বায়ু বহন, ও মেঘে সৌদামিনী উদ্ভাষণ কালে চন্দ্র রজোভব শৈত্যের সংস্পর্শে বারিপাত হইয়া থাকে। সেই বারিপাত জন্য যে জল রাশি রত্ন প্রসু পৃথিবীকে সরস করিয়া তৎভুক্তাবশিষ্ট রস সহ প্রবহমান হইয়া সমুদ্রে পুনঃ পতিত হইলে, রত্ন সমূহ সমুদ্রগত হয় অর্থাৎ সমুদ্র রত্ন সমূহের জন্ম ভূমি হন। অতএব সমুদ্র রত্নালয় হয়। এখন এই দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া শ্লোকার্থ বোধ করিতেছি।

প্রেম দুই প্রকার—শ্যাম ও হেম। শ্যাম প্রেম সাগর শ্রীকৃষ্ণ, হেম প্রেমসাগর শ্রীমতি রাধা। শ্যাম প্রেমসাগর বারি হইতেই ভক্ত মেঘের উৎপত্তি। সেই মেঘে রাধিকার প্রেমামৃত বারির সঞ্চার গৌরাঙ্গি হইতে কিরূপে হইল তাহাই শ্লোকের ভাবার্থ। মহা সত্ত্বা কাম-সূর্য্য প্রখর কিরণে শ্যাম প্রেমসাগরের বারি, ভাবরূপে উর্দ্ধগত হইয়া, মেঘের আকার ধারণ করে। ও সর্ব্বাঙ্গিন পুষ্ট হইলে মেঘের উদয় হয়। শ্যাম প্রেম ভক্তি

প্রভাবে, পশ্চিমে ভক্ত মেঘের উদয় হইলে, বৃষ্টি হইবার আনুসঙ্গিক কারণ সমূহ সহজধর্ম্ম প্রভাবে আপনি আসিয়া উপস্থিত হয়। লীলাময় কৃষ্ণানুগত শ্রীমতি রাধিকার শ্যাম অনুকুলা সখীগণ শ্যাম প্রেমসাগরের বারিদ্বারা সরসিকৃতা হইলে তদাবশেষ ভুক্ত ভক্তমেঘ, রামানন্দ। আর হেম, অর্থাৎ রাধা প্রেমসাগরের অমৃত তুল্য বারি ভাব রতিরূপ প্রেমচন্দ্রের শৈত্যাকর্ষে আকৃষ্ট হইয়া বিদ্যুৎ-মালা অর্থাৎ কান্তি মালার সৃষ্টি করে; সেই বিদ্যুতদাম মেঘে সঞ্চার হইলে ও বর্ষনানুরূপ অন্যান্য সুসংযোগ হইলে, বারিবর্ষণ করে। সেই রাধা ভাবকান্তি অঙ্গিকার করিয়া শ্রীকৃষ্ণ গৌরাঙ্গ হইয়াছেন। অন্তঃকৃষ্ণ বহিঃ গৌর শ্রীমান শচীনন্দন গৌরাঙ্গ প্রেমসাগরে শ্যাম প্রেমসাগর অন্তর্নিবিষ্ট। সম্যক রাধা প্রেমাস্বাদ হয় নাই বলিয়া অবতীর্ণ।

নিঃশঙ্কে কহিয়ে তারে যাব অবধান।
অবধানে হৃদে বুঝি হয় সাবধান॥
মরম উঘাড়ি কথা কহিবার নয়।
তথাপি কহিয়ে করি মর্ম্ম পরিচয়॥
পরিচয় তারি সনে যে ভজে নিতাই।
নিতাই চৈতন্য প্রভু কভু ভেদ নাই॥
ভেদ নাই ভেদ আছে অন্তঃকৃষ্ণ লাগি।
রাধা প্রেমাস্বাদ লোভে গৌর অনুরাগী॥
অনুরাগ হৃদে ধরি সাধে নিজ কাজ।
অন্তঃকৃষ্ণ লাগি পড়ে যত ইতি ব্যাজ॥
অতয়ে সন্যাস করি ভ্রমে ইতি উতি।
আস্বাদিব মনে সাধ রাধা প্রেম রীতি॥
অপরসে সঞ্চারিয়ে তার আস্বাদন।
তাহা দেখাবারে রামানন্দের মিলন॥
ধরণী ভাবিয়া মনে নাহি পায় স্থাই।
ভরসা কেবল মাত্র একলা নিতাই॥

অতএব শ্রীকৃষ্ণ, ব্রজ, ব্রজ গোপাকা নিচয়, দাস, সখা, ইত্যাদি শুদ্ধ চতুর্ব্বিধ ভাবসহ সুমধুর রাধারূপ সভক্তি তৎসিদ্ধস্ত চয়ামৃত তুল্য বারি পরিপূর্ণ গৌরাব্ধি অস্পর্শভাবে—সমুদ্রের নিজবারি মেঘে সঞ্চারবৎ-রামানন্দরূপ ভক্ত মেঘে সঞ্চার করিয়া পুন হেম সাগরে—অর্থাৎ রাধা প্রেম

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌর ভক্ত বৃন্দ॥
পূর্ব্ব-রীতে প্রভু আগে গমন করিলা।
জিয়ড় নৃসিংহ ক্ষেত্রে কত দিনে গেলা॥
নৃসিংহ দেখিয়া কৈল দণ্ডবৎ নতি।
প্রেমাবেশে কৈল বহু নৃত্য গীত স্তুতি॥
শ্রীনৃসিংহ জয় নৃসিংহ জয় জয় নৃসিংহ।
প্রাহ্লাদেশ জয় পদ্মামুখ-পদ্মভৃঙ্গ॥

আগমে। উগ্রোপ্যনুগ্র এবায়ং সভক্তানাং নৃকেশরী।
কেশরীবস্বপোতানামন্যেষামুগ্র বিক্রমঃ। ২॥

অয়ং দৃশ্যমানঃ নৃকেশরী নৃসিংহ দেবঃ স্বভক্তানাং অনুকুলা ভক্তানাং সম্বন্ধে অনুগ্র—কৃপারূপঃ। অপি উগ্রোপি নিগ্রহরূপোপিভবেৎ। যথা কেশরী সিংহ ইব স্বপোতানাং স্বস্য নিজপুত্রাণাং স্বম্বন্ধে মহাদয়ালু; অন্যেষাং পশ্বাদীনাং সম্বন্ধে উগ্রবিক্রমঃ মহাক্রর ইব। ২॥

সাগরের অমৃতবারি আস্বাদনে গৌরাব্ধি রত্নালয়তা প্রাপ্ত হইয়া পরিপূর্ণ হইয়াছিলেন। ১॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য স্বয়ং রসধাম।
জয় নিত্যানন্দ প্রভু যাহাতে বিশ্রাম॥
জয়াদ্বৈতচন্দ্র দ্বৈত নহে কভু।
জয় গৌর ভক্তগণ যার সাঁথে প্রভু॥
তিন প্রভু এক এবে ভেদ না ভাবিহ।
তাহা বুঝাইতে কহে নিশ্চয় জানিহ॥
বৃন্দন্তি বিরাজ করে সবে এক ঠাঁই।
ভক্ত ভাবে ভিন্ন ভেদ ইথে কভু নাই॥
অতএব ভক্ত পদ সবা হৈতে বড়।
ধরণী লোটাঞা ধর মন করি দঢ়॥ ২।

এই মত নানাশ্লোক পঠি স্তুতি কৈল।
নৃসিংহ সেবক মলা প্রসাদ আনি দিল॥
পূর্ব্ববৎ কোন বিপ্র কৈল নিমন্ত্রণ।
সেই রাত্রি তাঁহারহি করিলা গমন॥
প্রভাতেঃউঠিয়া চলিলা প্রমা বেশে।
দিক্ বিদিক্ নাহি চলে রাত্রি দিবসে॥
পূর্ব্ববৎ বৈষ্ণব করি সর্ব্ব লোকগণে।
গোদাবরী তীরে প্রভূ আইলা কত দিনে॥
গোদাবরী দেখি হৈল যমুনা স্মরণ।
তীরে বন দেখি স্মৃতি হৈল বৃন্দাবন॥
সেই বনে কথোক্ষণ করি নৃত্য গান।
গোদাবরী পার হঞা তাঁহা কৈল স্নান॥
ঘাট ছাড়ি কথো দূরে জল সন্নিধানে।
বসি প্রভূ করে কৃষ্ণ নাম সংকীর্ত্তনে।
হেন কালে দোলায় চড়ি রামানন্দ রায়।
স্নান করিবারে আইলা বাজনা বাজায়॥
তার সঙ্গে বহু আইল বৈদিক ব্রাহ্মণ।
বিধিমত কৈল তিঁহ স্নানাদি তর্পণ।
প্রভূ তারে দেখি জানিল এই রামরায়।
তাহারে মিলিতে প্রভূর মন উঠি ধায়॥
তথাপি ধৈর্য্য করি প্রভু রহিলা বসিয়া।
রামানন্দ রায় আইলা সন্যাসী জানিয়া॥
সূর্য্য শত সম কান্তি অরুণ বসন।
সুবলিত প্রকাণ্ড দেহ কমল লোচন॥
দেখিয়া তাহার মন হৈল চমৎকার।
আসিয়া করিল দণ্ডবৎ নমস্কার॥
উঠি প্রভূ কহে উঠ কহ কৃষ্ণ কৃষ্ণ।
তারে আলিঙ্গতে প্রভূর হৃদয় সতৃষ্ণ॥

তথাপি পুছিল তুমি রায় রামানন্দ।
তিঁহ কহে হঙ মুই দাস শূদ্র মন্দ॥
তবে তারে কৈল প্রভু দৃঢ় আলিঙ্গন।
প্রেমাবেশে প্রভু ভৃত্য দোঁহে অচেতন॥
স্বাভাবিক প্রেম দোঁহার উদয় করিল।
দুঁহা আলিঙ্গিয়া দুঁহে ভূমিতে পড়িল॥
স্তম্ভস্বেদ অশ্রু কম্পে পুলক বৈবর্ণ।
দুঁহার মুখেতে শুনি গদ্ গদ্ কৃষ্ণবর্ণ॥ ৩॥

কাব্যমঞ্জরী। রামানন্দ রায় প্রভুর ভক্ত অন্তরঙ্গ।
কৃপায় আসিয়া প্রভু মিলে তার সঙ্গ॥
প্রথমে সামান্যরূপে গোদাবরী তীরে।
উভয়ে মিলিলা, বাক্য বাহ্য ব্যবহারে॥
উভয় মিলনে ভাব হইল সাত্ত্বিকী।
তাহারে কহিয়ে সেই ভাব স্বাভাবিকী॥
তনুতে উদ্ভব হয় বিনা কারণেতে।
স্বভাবিক তারে কহে অলঙ্কার মতে॥
তন্ ভো সাত্ত্বিক আট হেঁ মন ভো হেঁ বেয়াল্লিশ।
অস্থায়ী নও তাহি মে ব্যভিচারী তেঁত্রিশ॥
অষ্ট সাত্ত্বিক। স্বেদ স্তম্ভ রোমাঞ্চ স্বরভঙ্গ কম্প বৈবর্ণ।
অশ্রু প্রণয় ইহ আট যো স্বাতিক ভাব অকর্ম্ম॥ ৩॥

কাব্যমঞ্জরী চরিতামৃতের অর্থ প্রকাশে তাহা উপরে উদ্ধৃত হইল। এখন বিচার্য্য বিষয় রাজা রামানন্দ রায় ও সন্ন্যাসীরূপ শ্রীমন্ মহাপ্রভু গৌরাঙ্গের প্রথম মিলন। চরিতামৃত রচয়িতার বর্ণনায় রাজা রামানন্দে ভক্তভূষণ দৈন্য ও সন্ন্যাসীরূপ গৌরাঙ্গে শক্তিসার-প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। রাজাতে দৈন্য ও সন্ন্যাসীতে প্রভাব বিরুদ্ধধর্ম্ম অতএব বাহ্যলক্ষণে অবৈধিক রীতি দৃশ্যমান। পূর্ব্বাপর বিচার করিয়া রামানন্দ চমৎকার হইয়া তৎকালোপযোগী নমস্কার

দেখিয়া ব্রাহ্মণগণ হৈল চমৎকার।
বৈদিক ব্রাহ্মণ সব করেন বিচার॥
এই ত' সন্ন্যাসী, তেজে দেখি ব্রহ্ম সম।
শূদ্রে আলিঙ্গিয়া কেনে করেন ক্রন্দন॥
এই মহারাজ মহা পণ্ডিত গম্ভীর।
সন্ন্যাসীর স্পর্শে মত্ত হইলা অস্থির॥ ৪॥

বন্দনাদি করিলে, মহাপ্রভু জানিয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিতে সতৃষ্ণ হৃদয় হইলেও পরিচয় গ্রহণ করত, আলিঙ্গন করিলে, প্রভু ভৃত্য উভয়ে অচেতন হইলেন। তখন বাহ্যভাব অন্তর্গত হইয়া গেল। স্বাভাবিক প্রেম উদয় জন্য প্রণয় ভাবে উভয়ে ভূমিতে পতিত হইলেন। স্তম্ভ, স্বেদ, অশ্রু, কম্প পুলক বৈবর্ণ উদয় হইল ও স্বরভঙ্গে গদ্‌গদ কৃষ্ণবর্ণ কহিতে লাগিলেন।

সহজ প্রেমই বা কি? আর তাহার প্রভাবে যে অষ্ট সাত্বিক ভাবের উদয় হয় তাহাই বা কি? প্রেমও ভাবাদি সম্বন্ধে অনেক শ্লোক, অনেক পয়ার, অনেক পদপদাবলী বর্ণিত হইয়াছে, তাহা অনুসরণ করিয়া প্রেম ও ভাবাদি বুঝিতে চেষ্টা করিয়া চেষ্টার গতি রোধ হইয়া যায়। প্রেম ও ভাবাদি অনন্ত-অথল-গম্ভীর সমুদ্র তাহা পার হইতে বা ডুবিয়া থল পাইতে কেহ পারে না; অতএব বর্ণনও অসাধ্য। সহজ প্রেম ও ভাবাদি যাহাতে উদয় হয় সে কিছু কিছু বুঝিতে পারে কিন্তু বর্ণন করিতে পারে না। প্রেম, ভাবাদি, ও তাহাদের আধার সহ জাত অতএব কেহ কারও অভ্যুদয় দেখে নাই—ইহারা সদা বর্ত্তমান অতএব কেহ কাহারও ভূত ও ভবিষ্যত জানে না। সহজ প্রেম ও সহজ ভাবাদি সতঃ অবিদিত অতএব তাহা লোক চক্ষের অগোচর। তজ্জন্য ব্রাহ্মণগণের বিতর্কভাব উদয় হইয়াছিল। ৩॥

ব্রাহ্মণগণ শ্রীগৌরাঙ্গে ও রামানন্দে সহজ প্রেমের উদয় ও তাহার কার্য্য দেখিয়াও বিচারে কিছু নিরাকরণ করিতে পারিল না। কারণ লোক বুদ্ধির ততদূর গতি নাই। লোকে ছায়ারূপে ব্রজভাবের উপ স্পর্শ হইলেও অনানুভূত এবং অনোপলব্ধাবস্থাতেই বিতর্ককালে অন্তর্হিত হয়। ৪॥

এইমত বিপ্রগণ ভাবে মনে মনে।
বিজাতীয় লোক দেখি কৈল সম্বরণে। ৫ ॥
সুস্থ হঞা দুঁহে সেই স্থানেতে বসিলা।
তবে হাসি মহাপ্রভু কহিতে লাগিলা।। ৬ ॥
সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য কহিল তোমার গুণে।
তোমারে মিলিতে মোরে করেছে যতনে ॥
তোমা মিলিবারে মোর হেথা আগমন ॥
ভাল হৈল অনায়াসে পাইল দর্শন ॥ ৭ ॥

ব্রাহ্মণগণের বিতর্ক ও বিপ্রগণের বিচার এই দ্বিবিধকার্য্য দ্বারা বিজাতীয়তা অনুভূত হইলে সহজে মহাপ্রভুর ও রামানন্দ রায়ের ভাব সম্বরণ হইয়া গেল কারণ প্রেম ও ভাবের মূল ভিত্তিই বিশ্বাস। বিশ্বাস খণ্ডিত হইলেই তাহাকে বিতর্ক বলে। ৫।

সুধারে ধৈর্য্যলাভে স্থীরতা প্রাপ্ত হইয়া দুইজনায় সেই স্থানে বসিলে মহাপ্রভু হাস্য করিয়া কহিতে লাগিলেন। এই হাস্যের তাৎপর্য্য-মায়ার বিকাশ-প্রকাশে মায়া বিস্তার করিয়া প্রেমী ভক্ত রামানন্দের পরীক্ষা অতএব মহাপ্রভু পরিক্ষাচ্ছলে কহিলেন, সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য স্থানে তোমার সহজ-গুণের কথা শুনিয়াছি আর তিনি আমাকে তোমার সহিত মিলিবার জন্য যত্ন করিয়া কহিয়াছেন। পুনশ্চ শ্লেষ বাক্যে কহিলেন, আমার এখানে আসিবার কথা নয় তত্রাচ তোমার সহিত মিলিবার জন্যই কেবল হেথা আগমন করিয়াছি। নিরূপিত পদ্ধতি অনুসার কর্ম্মানুষ্ঠানই ধর্ম্ম, তাহাকে অতিক্রম করিয়া যে কার্য্য করা যায় তাহাই বিরুদ্ধ ধর্ম্ম। অতএব এই কার্য্যের দ্বারা মহাপ্রভুর বিরুদ্ধ ধর্ম্মময়ত্ব প্রকটিত হইল। পুনরায় সঙ্কেত বাক্যে কহিলেন, হে রামানন্দ বড় ভাল হইল, অনায়াসে তোমার দর্শন পাইলাম। অতএব বুঝিলাম সহজ মানুষ সহজেই মিলিয়া থাকে অর্থাৎ প্রয়াশের আবশ্যক হয় না। ৬। ৭ ॥

রায় কহে সার্ব্বভৌম করে ভৃত্য জ্ঞান।
পরোক্ষেহ মোর হিতে হয় সাবধান ॥
তাঁর কৃপায় পাইনু তোমার চরণ দর্শন।
আজি সে সফল হৈল মনুষ্য জনম ॥
সার্ব্বভৌমে তোমার কৃপা তার এই চিহ্ন।
অস্পৃশ্য স্পর্শিলে হঞা তার প্রেমাধীন ॥
কাঁহা তুমি সাক্ষাৎ ঈশ্বর নারায়ণ।
কাঁহা মুই রাজ সেবক বিষয়ী শূদ্রাধম ॥
মোর স্পর্শে না করিলে ঘৃণা ভেদ ভয়।
তোমার কৃপায় তোমায় করায় সদয় ॥
তোমার কৃপায় তোমায় করায় নিন্দ্যকর্ম্ম।
সাক্ষাৎ ঈশ্বর তুমি কে জানে তোমার মর্ম্ম ॥
আমা নিস্তারিতে তোমার ইহা আগমন।
পরম দয়ালু তুমি পতিত পাবন ॥

সুধীর রামানন্দকে মহাপ্রভুর হাস্যময়ী মায়া আচ্ছন্ন করিতে পারিল না। অতএব স্থায়ী ভাবের ব্যতিক্রম না হওয়ায় সহজ দীন রামানন্দ কহিলেন, হে প্রভু, জ্ঞানে আমি সার্ব্বভৌমের ভৃত্য, অতএব জ্ঞানের গতি পরোক্ষে তিনি আমার হিত সম্বন্ধে সাবধান হইয়াছেন বলিয়া তাহার সেই কৃপা জন্য তোমার চরণ দর্শন পাইলাম। "ঈশ্বর মানুষের বশ কেহ কেহ জানে।" সার্ব্বভৌমের প্রতি কৃপাপরবশ তুমি যে তাহার প্রেমাধীন তাহা অস্পৃশ্য আমি আমাকে স্পর্শ করায় বুঝা গিয়াছে। অতএব সেই জন্যই আজ আমার মনুষ্য জন্ম সফল হইল। রামানন্দ আপনাকে অস্পৃশ্য, রাজ সেবক, বিষয়ী, শূদ্র, অধম ও পতিত বলিয়া ও মহাপ্রভুকে কৃপাপরবশ, প্রেমাধীন, সাক্ষাৎ ঈশ্বর, নারায়ণ, ঘৃণাভেদ ও ভয় রহিত, পরম দয়ালু ও পতিতপাবন মনে করিয়া নিজ ও পরোধর্ম্মের সহজ উপলব্ধি করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়। কারণ উপরুক্ত "মহান্তস্বভাব" ইত্যাদি বাক্য দ্বারা উদ্দেশ্য প্রতিপাদন করিলেন। মহান্তের স্বভাব পামর তারণ, তাহার ভাব নিজকার্য্য হীনতা

মহান্ত স্বভাব হয় তারিতে পামর।
নিজকার্য্য নাহি তবু যান তার ঘর।৮

শ্রীমদ্ভাগবতে। মহদ্বিচলনং নৃনাং গৃহীনাং দীনচেতসাং।
নিঃশ্রেয় সায় ভগবন্ কল্পতে নান্যথা ক্বচিৎ॥ ৩॥
হে ভগবন্, হে গর্গ, মহতাং সাধুনাং বিচলনং
আগমনং গৃহিণাং গৃহাশক্তনাং দীন চেতসাম নৃনাং
মনুষ্যানাং নিঃ শ্রেয়সায়, সাকল্যে মঙ্গলায় কল্পতে,
মন্যতে, ক্বচিৎ অন্যথা, স্বার্থায় কল্পতে। ৩॥

তত্রাচ স্বভাব বশে দীন চিত্ত গৃহির ঘরে আগমন করেন। কিরূপ ভাবাপন্ন গৃহীগণকে দীন চিত্ত বলা যায় তাহা রামানন্দ নিজ বাক্য ও আচরণ দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। লোক শিক্ষা জন্য এই ঘোর তামসী কলি যুগে কলি পাবন শ্রীমন্ গৌরাঙ্গ গৃহি রামানন্দকে আশ্রয় করিয়া কল্যুদ্ভব বিষয়াশক্ত গৃহিগণের পক্ষে রামানন্দ চরিত্রই যে অতি উপাদেয় শিক্ষার স্থল তাহাই নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। অশক্ত বিষয়ী, অনাশক্ত বিষয়ী ও বিষয়ী এই ত্রিবিধ বিষয়ী গৃহির মধ্যে রামানন্দ আপনাকে বিষয়ী অভিমান করিয়াছেন। আশক্ত বিষয়ী সে বিষয় ভিন্ন আর কিছুই জানে না। অনাশক্ত বিষয়ী সে বিষয়কে তুচ্ছ ও মিথ্যা জ্ঞান করে। বিষয়ী বিষয় তুচ্ছ বা মিথ্যা বলিয়া মনে করে না—বিষয় আছে বলিয়া তাহার সত্বায় কর্ত্তার অবস্থান আছে তাহা ভাবিয়া ও জানিয়া স্বকীয় কর্ত্তৃত্বাভিমান ত্যাগ করে। অতএব কর্ত্তার সত্বায় বিষয় বর্ত্ত জানিয়া অনুসন্ধেৎসু অনুসন্ধানে ক্রমশঃ পরম অপ্রেমেয়ের অবস্থান উপলব্ধি করিয়া দীন চিত্ত হয়। এইরূপ দীন চিত্তবিষয়ী গৃহস্থ আপনাকে সর্ব্বাপেক্ষা অধম মনে করে কারণ সদা সর্ব্বত্র কর্ত্তার সত্বার অবস্থান সন্দর্শন করিয়া থাকে। সর্ব্বত্র আপনা অপেক্ষা উৎকর্ষতা পরিদর্শন করিয়া ক্ষুব্ধমনে আপনাকে পতিত বা পামর মনে করে। এই রূপ পামরতা বিষয়ীর সহজ ভাব, সেই সহজ ভাবে মহান্ত স্বভাকে আকর্ষণ করে, অতএব ভাবে মহান্ত নিজ কার্য্যহীন হইলেও পরবশে দীন চিত্ত গৃহির নিকট আগমন করেন। ৮॥

আমার সঙ্গে ব্রাহ্মণাদি সহস্রেকজন।
তোমার দর্শনে সবার দ্রবীভূত মন॥
কৃষ্ণ হরি নাম শুনি সবার বদনে।
সবার অঙ্গ পুলকিত অশ্রু নয়নে।
আকৃতি প্রকৃতি তোমার ঈশ্বর লক্ষণ।
জীবে না সম্ভবে এই অপ্রাকৃতি গুণ। ৯॥
প্রভু কহে তুমি মহা ভাগবতোত্তম।
তোমার দর্শনে সবার দ্রব হৈল মন॥
অন্যের কি কথা আমি মায়া বাদী সন্ন্যাসী।
আমিহ তোমার স্পর্শে কৃষ্ণ প্রেমে ভাসি॥

যাঁহার দর্শনে বহুলোকের—এমন কি বহু ব্রাহ্মণাদির অর্থাৎ বেদাদি জ্ঞানে সম্পন্ন ব্রাহ্মণগণেরও চিত্ত দ্রব হয়। আদ্র চিত্ত হইলে বদনে রসের সঞ্চার জন্য হরিকৃষ্ণাদিনাম আপনা হইতেই উচ্চারণ হয়। এবং নামের গুণে অঙ্গে পুলর্ক ও নয়নে অশ্রুপাত হয়। যাহার দর্শনে এইরূপ ভাব হয় তাহাকেই মহান্ত বলিয়া জানিবে। রায় রামানন্দ মহাপ্রভুতে এই সমস্ত লক্ষণ সন্দর্শন করিয়া তাহাকে মহান্ত স্বভাব নিদ্ধার করিয়া বলিয়াছেন আমার সঙ্গে সহস্রেক ব্রাহ্মণাদি জনগণ তোমার দর্শনে দ্রবীভূত মানস হইয়া সকলেই গদ গদ স্বরে হরি কৃষ্ণ নাম কহিয়া পুলকাঙ্গ হইয়া নয়নে অশ্রু বর্ষণ করিতেছে অতএব আকৃতে তোমার মহান্ত লক্ষণ ও প্রাকৃতে ঈশ্বর লক্ষণ দেখা যাইতেছে। কারণ এই সকল অপ্রাকৃতগুণ জীবে সম্ভবে না। ৯॥

মহাপ্রভু ও রামানন্দকে লক্ষ্য করিয়া নিজ স্বভাব গোপন প্রয়াস জন্য আরোপ বাক্যে কহিলেন, সহজের ধর্ম্মই গোপন হইবার প্রায়াস ও তৎজন্যই মহাপ্রভুর আরোপবাক্য দ্বারা রামানন্দকে প্রকাশ করিবার চেষ্টা। ইহা যে কেবল আরোপ বাক্য তাহা কখনই হইতে পারে না। মহাপ্রভু স্থির নিদ্ধার বাক্যে রামানন্দকে মহা ভাগবতোত্তম কহিয়াছেন, রামানন্দ সতঃসিদ্ধ মহা ভাগবতোত্তম, কারণ যাহার দুর দর্শনে কৃষ্ণ স্মৃতি হয় যাহার সান্নিধ্য জন্য বৃন্দাবন যমুনাদি স্মৃতি হয় সে যে মহা ভাগবতোত্তম হইবে তাহাতে

কৃষ্ণ জানি কঠিন মোর হৃদয় শোধিতে।
সার্ব্বভৌম কহিলেন তোমারে মিলিতে ॥ ১০ ॥
এই মত দুঁহে স্তুতি করে দুঁহার গুণে।
দুঁহে দুঁহার দরশনে আনন্দিত মনে ॥
হেন কালে বৈদিক এক বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ।
দণ্ডবৎ করি কৈল প্রভুর নিমন্ত্রণ ॥

আর বিচিত্র কি। গোদাবরী তীর সান্নিধ্য বনে মহাপ্রভুর বৃন্দাবন স্মৃতি, গোদাবরীতে যমুনা জ্ঞান, প্রেমে গান নৃত্যাদি কেন হইল? অন্যত্র ভ্রমণ কালে যখন এরূপ হয় নাই তখন ইহাই বুঝিতে হইবে যে সর্ব্বজ্ঞ ভগবান শ্রীমন্ গৌরাঙ্গ সুন্দর সার্ব্বভৌম বাক্যে রামানন্দকে স্মরণ করিয়াছিলেন, কারণ স্মরণ দ্বারাই আকর্ষণ হইয়া থাকে। মহাপ্রভুর এই স্মৃতির বশেই পূর্ব্ব ভাবের উদয় হইয়াছিল। অতএব রামানন্দ ও রামানন্দের বাস ভুম্যাদি যে সেই উদ্দীপনের কারণ তাহার আর সন্দেহ নাই। যিনি সর্ব্বজগতের স্মরণের বস্তু সেই ভগবানের স্মরণের বস্তু রামানন্দ—তাঁহাকে যে মহাপ্রভু মহাভাগবত্তোম বলিয়া আপনাকে গোপন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন তাহাতে বৈচিত্র কিছুই নাই। অবিদিত প্রেম ভক্তিই যাঁহার উপাসনা যাহার স্থিতি স্থান ও যাঁহার নিজ স্বরূপের দুর দর্শনের এতাদৃশ মহিমা তাঁহাকে দর্শন করিয়া যে মায়ামণ্ডল স্থিত জনগণের চিত্ত দ্রব হইবে তাহা আর বেশি কথা কি? অতএব ভগবান শ্রীমন্ গৌরাঙ্গ প্রভু, মহাভাগবতোত্তম রামানন্দের গৌরব বাড়াইবার জন্য বলিয়াছেন "আমিও তোমার স্পর্শে কৃষ্ণপ্রেমে ভাসমান হইলাম; আমার মায়াবাদিত্ব, অর্থাৎ মায়ার পক্ষপাতিত্ব ও সর্ব্বপ্রকার গুণময়ী বস্তু দূরে ত্যাগ করিয়া যে আমার সন্ন্যাসীত্ব, আর রাখিতে পারিলাম না। মায়াবাদিত্ব, ও সন্ন্যাসীত্ব জন্য আমার যে কঠিন হৃদয় তাহার শোধন আবশ্যক জানিয়া, কৃষ্ণ বাক্যরূপে, সার্ব্বভৌম দ্বারে, স্ফুর্ত্তি পাইয়া আমাকে তোমার মিলন জন্য নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। ১০ ॥

মহাপ্রভু ভাগবতোত্তম রামানন্দ মুখে কৃষ্ণকথা শুনিবেন বলিয়া ও রামানন্দ রায়কে সেই কথার বক্তা হইতে হইবে জানিয়া উভয়ে উভয়ের স্তুতি

নিমন্ত্রণ মানিল তার বৈষ্ণবতা জানিয়া।
রামানন্দে কহে প্রভু ঈষৎ হাসিয়া॥
তোমার মুখে কৃষ্ণ কথা শুনিতে হয় মন।
পুনরপি পাই যেন তোমার দর্শন॥
রায় কহে এলে যদি পামার শোধিতে।
দর্শন মাত্র শুদ্ধ নহে মোর দুষ্ট চিতে॥
দিন পাঁচ সাত রহি করহ মার্জ্জন।
তবে শুদ্ধ হয় মোর এই দুষ্ট মন॥
যদ্যপি বিচ্ছেদ দুঁহার সহনে না যায়।
তথাপি দণ্ডবৎ করি চলিলা রাম রায়॥
প্রভু যাই সেই বিপ্র ঘরে ভিক্ষা কৈল।
দুই জনার উৎকণ্ঠায় আসি সন্ধ্যা হৈল॥ ১১॥
প্রভু স্নান কৃত্য করি আছেন বসিয়া।
এক ভৃত্য সঙ্গে রায় মিলিলা আসিয়া॥

কাব্যমঞ্জরী। পরে সন্ধ্যাকালে দোঁহে মিলিলা নির্জ্জনে।
একভৃত্য ছিল মাত্র রামানন্দ সনে॥
সে জনের নাম গ্রন্থে না কৈল লিখন।
সর্ব্বশ্রেতো প্রশ্ন করে সেই কোন জন॥

করিয়াছিলেন। মহাপ্রভুর প্রেরণায় রামানন্দের কৃষ্ণ কথা—সেই কথা বাক্যরূপে শক্তি সংপ্রয়োগে, দাস্যভাবে রামানন্দের গ্রহণ হওয়ায়, স্ফূর্ত্তি পাইয়াছিল। সংপ্রয়োগকারীর সংপ্রয়োগ জন্য ও গ্রহণকারীর তদ্ভাবে আনুগত্য জন্য উৎকণ্ঠার উদয় হইয়া তৎভাব ধারণ পোষণে, সুযোগ্য সময় সহজে আসিয়া উৎকণ্ঠিত ও উৎকণ্ঠিতের পরস্পর মিলন করিয়া দেয়। অতএব দেখিতে দেখিতেই যেন সন্ধ্যা হইয়াছিল। ১১॥

নমস্কার কৈল রায় প্রভু কৈল আলিঙ্গনে।
দুই জনে কৃষ্ণ কথা কয় সেই স্থানে ॥ ১২ ॥

যার সঙ্গে স্নান কালে সহস্রেক লোক।
তার সঙ্গে এক ভৃত্য নির্জ্জন সূচক ॥ ১২ ॥

মহারাজ সে রামানন্দ রায়।
দোলায় চড়িয়া নাহিতে যায় ॥
সঙ্গে সহস্রেক যাহার লোক।
সন্ধ্যায় কেন সে নিরালা এক ॥
একজন মাত্র সঙ্গেতে লয়ে।
প্রভুর মিলনে যায় চলিয়ে ॥
এক ভৃত্য সেই কে বটে কহ।
ধরণী মনেতে সন্দেহ এহ ॥
হাঁটিয়া গমন নিরালা হয়।
রহস্য জ্ঞাপনে ইহাই কয় ॥
পূর্ব্বাঙ্গ শৃঙ্গার রসের সেই।
গমনেতে বাধা অনেকে দেই ॥
অনেকত্ব যথা প্রকট রয়।
শৃঙ্গার ভাবে সে সমর্থা নয় ॥
সমর্থার গণ বিচারি দেখ।
রামানন্দে তার মাঝারে লেখ ॥
সে বুঝি সঙ্কেত-মরমবাণী।
যা কহিল তারে সন্ন্যাসী মণি ॥
উৎকণ্ঠা বাড়ল হিয়ার মাঝ।
ভেটিবারে যায় রসিক রাজ ॥
লোকজন তার না রয় মনে।
সেহ নাহি জানে মরম বিনে ॥

মরমে জাগায়ে মরম কথা।
উৎকণ্ঠা মরম দেখিতে যথা॥
সঙ্কেত আঁখর জাগয়ে মনে।
আচম্বিতে যায় প্রভুর স্থানে॥
সে কেন লইবে ভৃত্যেরে সনে।
উৎকণ্ঠিতের এত না রয় মনে॥
গমন দেখিয়ে ভৃত্য সে যায়।
অনুগত লক্ষণ তাহাতে কয়॥
এক ভৃত্য সেহ তাহারি মত।
বুঝয়ে মনের মরম যত॥
অতএব পাছে গমন করে।
মরমী জনার মরম ধরে॥
মর্ম্মী ভৃত্য যায় আপন মনে।
বিঘ্ন বাধা সেহ কিছু না মানে॥
রসময় ভৃত্য তাহার সাথী।
মরম জানিয়া ব্যথার ব্যথী॥
তাদের গমন দেখিল যেই।
একথা সুজন কহিল সেই॥
রামানন্দ প্রভু মিলিতে যায়।
উল্লেখে রহস্য ভাঙ্গিল তায়॥
বিদিত যাহা সে রহস্য নয়।
অনুভবে রস প্রসিদ্ধ হয়।
গ্রন্থকার ভৃত্য নাম না লেখে।
রহস্য মাঝারে তাহারে রাখে॥
যে দেখিল সে অতি রস মাঝ।
অকৈতব জানিহ এসব কাজ॥

প্রভু কহে পড় শ্লোক সাধ্যের নির্ণয়।
রায় কহে স্বধর্ম্মাচরণ বিষ্ণু ভক্তি হয়॥ ১৩

বিষ্ণুপুরাণে। বর্ণাশ্রমাচার রতা পুরুষেণ পরঃপুমান্।
বিষ্ণুরারাধ্যতে পন্থা নান্য স্তত্তোষকারণং॥ ৪॥

বর্ণাশ্রমাচাররতা, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রজাতীয় ধর্ম্ম যুক্তেণ পুরুষেণ কর্ত্তৃভূতেন পরঃপুমান, প্রধানঃ পুরুষঃ, বিষ্ণুরারাধ্যতে, আরাধনীয় ভবতি। তত্তোষ কারণং বিষ্ণুসন্তোষ হেও রণ্য পন্থা অন্যোমত নাস্তি। ৪॥

কাব্যমঞ্জরী। প্রভু কৈল প্রশ্ন রায় করিলা উত্তর।
প্রশ্নোত্তরে প্রকট হৈল সিদ্ধান্ত সাগর॥
বিষয় বাসনা জীবের হয় নিজ ধর্ম্ম।
বাহ্যান্তরে করে তার অনুগত কর্ম্ম॥
ইহাতে মিলন হয় মনোব্যবহার।
নির্ম্মল করণে জীবে আছে অধিকার॥
তাহার উপায় শ্লোক পড়িতে কহিল।
সধর্ম্ম আচার পথ রায় দেখাইল॥ ১৩

বুঝিতে মরমে লাগিল ধান্দা।
ধরণী কহিছে চকোর চান্দা॥ ১২॥

বৈদিক ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব হইলে মহাপ্রভু সেইরূপ ব্রাহ্মণের ঘরেই ভিক্ষা গ্রহণ করিতেন।

মহাপ্রভুর ইষৎ হাস্যের তাৎপর্য্য তোমাতে আমাতে বাহ্য পরিচয় যাহা হইবার হইল এখন অন্তর পরিচয়ের আবশ্যক।

রামানন্দ সদৈন্যে নিজ দুষ্ট চিত্ততার উল্লেখ করিয়া তাহার শোধন ও মার্জ্জন উপলক্ষে মহাপ্রভুকে "দিন পাঁচ সাত" রহিতে বলিয়াছেন। শোধন আবর্জ্জনা দুরীকরণ, মার্জ্জন ধৌত করিয়া পরিষ্কার করণ। দুষ্ট মনে এই দ্বিবিধ ক্রিয়ার ও তৎসম্বন্ধীয় সময়ের নিরূপণ করায় মহাপ্রভুর অতি উৎকণ্ঠার কারণ হয়। ১২

প্রভুত' কহিল সাধ্য নির্ণয় করিতে।
সাধ্য কিবা হয় ইহা না পারি বুঝিতে ॥
আগে সাধ্য বুঝি পরে নির্ণয় করয়।
উভয়ে বুঝয়ে সাধ্য নির্ণয় লাগি কয় ॥
প্রেরণা ধারণা বলে জানি মনোবৃত্তি।
সাধ্যের নির্ণয় রায় কহে যথা শক্তি ॥
নির্ণয় করণ পাছে বুঝিব গোসাঞী।
সাধ্য কিবা হয় তাহা কহ মোর ঠাঁই ॥
সাধ্য পন্থা এই মাত্র কহে গ্রন্থকার।
আরাধ্য পন্থা শাস্ত্রে পুন কহে আর বার ॥
সাধ্যারাধ্য দুই এক কিবা হয় দুই ?
বর্ণজ্ঞান নাহি কথা কি বুঝিব মুই ॥
শুন বন্ধু পন্থা একরূপ মাত্র দুই।
অনুরূপে একরূপ সর্ব্বত্র একুই ॥
বাহ্যবস্তু আহরিয়া করয়ে সাধন।
আন্তরীক বস্তু লঞা হয় আরাধন ॥
ইন্দ্রিয় বিষয় যাহা মায়াময় সেই।
বাহ্যবলি শাস্ত্র কার তারে বলে তেঞী ॥
মায়াবশ জীব সেই বাসনায় বশ।
ইন্দ্রিয় বিষয়ে সদা তাহার লালস ॥
মনো অনুগত হয় ইন্দ্রিয় ব্যাভার।
বাহ্যান্তরে করে কর্ম্ম অনুগত তার।
তাহাতে উপজে বস্তু কর্ম্ম অনুগত।
সে নহে নির্ম্মল কভু সতত অসত ॥
স্বভাব নির্ম্মল জীবে আছে অধিকার।
নির্ম্মল করণে কার্য্য সাধ্য খ্যাতি তার ॥
চতুর্বর্ণী জীব সেই দ্বারে কৃষ্ণ ভজে।
সকর্ম্ম করিতে সে রৌরবে পড়ি মজে ॥

কাব্যমঞ্জরী। শ্লোকে প্রসাদ গুণ ভাবেতে সঞ্চারী।
যাহাতে উদয় মতি ভাব ব্যভিচারী॥
অলঙ্কার সমাহত ইহাতে নিশ্চয়।
প্রমাণ প্রসিদ্ধ ইহা মোর বাক্য নয়॥

সঞ্চারী। সঞ্চারী সংযোগ তেঁ পাইয়ে সব অনুভাব।
পহুমন্ বন্দহিঁ সুমতি জন যেন তে কছুন দুরায়॥

মতিভাব। যথার্থ জ্ঞানের নাম কহি মতি ভাব।
গ্রন্থ শাস্ত্র প্রমাণ তার হয়ত' বিভাব॥
শিক্ষা শিক্ষ অনুভাব সুমতির হয়।
উপালম্ভ উপদেশ অনুনয় বিনয়॥ ক॥

স্বধর্ম্ম আচার করে বিষ্ণুর সন্তোষ।
বিষ্ণু আরাধন পন্থা ইথে নাহি দোষ॥
সেহ বিষ্ণু ভক্তি পন্থে অস্তিত্ব নিদ্ধার।
যথা বিন্দু যোগে হয় বিন্দুর উদ্ধার॥
ধরণী প্রবোধি কহে এ বাহ্য সাধন।
প্রভুর ইহাতে কেন তুষ্ট তবে মন॥ ১৩॥

রতিহৈতে মতি হয় শুন কথা সার।
জ্ঞান নেত্র বিকাশে যথার্থ জ্ঞান তার॥
রূপ রতি বিন্দু মতি স্থিতির নির্ণয়।
যার হয় তার জ্ঞান নেত্রের উদয়॥
হেন জ্ঞান বাণে মতি বিন্দু স্থির হলে।
মতি মান তারে কহে ভাবুক মহলে॥

কাব্যমঞ্জরী। কার্য্যারম্ভে কেহ যদি আপনি আইসে।
কার্য্য সিদ্ধি করি দিলে সমাহত ভাষে॥
বিষয় ব্যাপার রত রহি মুর্খ জনে।
সাধু মুখে নিষেধ বিধি করয়ে শ্রবণে॥
শুদ্ধ মতি হয় তার শুদ্ধ ক্রিয়া কর্ম্ম।
বর্ণের আচার করে যথা বিধি ধর্ম্ম॥
বিধি ধর্ম্ম সৃষ্টি হয় সৃজন লাগিয়া।
চতুর্বর্ণী সৃষ্টি করে স্বভাব জানিয়া॥
ব্যবহার শুদ্ধ ইথে মন শুদ্ধ নয়।
তে কারণে ইহ বাহ্য করি প্রভু কয়॥ ১৩॥

যে যাহা তাহারে তাহা জানে মতিমান।
দাঢ্য লাগি শাস্ত্র গ্রন্থে দেখয়ে প্রমাণ॥
শিক্ষা শিক্ষ অনুভাব সুমতির হয়।
প্রেমাতম উপালম্ভ তাহার আশ্রয়॥
প্রতিকুল কোপাতম কভূ নাহি লয়।
উপদেশ পাই তারে তখনি ত্যজয়॥
উপদেশে অনুনয় আগম তাহার।
অনুনয়ে নয় এই বিনয় ব্যবহার॥
বিনয়ে সতত নীত ভীত অতিশয়।
প্রীতি সাধু জনে হয় ক্রমেতে উদয়॥
ধর্ম্মাচার উপকার পর হয় মদি।
ধরণী অবশ্য তারে জানিহ সুমতি॥ ক॥

প্রভু কহে ইহ বাহ্য আগে কহ আর।
রায় কহে কৃষ্ণে কর্ম্মার্পণ সাধ্যসার ॥ ১৪ ॥

ভগবদ্গীতা। যৎ করোসি যদ্ শ্নাসি যজ্জু হোসি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুস্বমদর্পণং ॥ ৫ ॥

হে কৌন্তেয়, হে কুন্তীনন্দন অর্জ্জুন, যৎ করোসি, যৎ কর্ম্মাদি নিত্য নৈমিত্যাদি ; যদ্ শ্নাসি, যৎ দ্রব্যাদিকং ভুংক্ষ্যেসি ; যৎ অর্জ্জুহোসি, যৎ হোমাদিকং করোসি ; যৎ দদাসি, যৎ দ্রব্যাদিক দানং করোষি ; যৎ তপস্যসি, যৎ তপস্যাদিকং করোষি ; তৎ কর্ম্মাসন হোম দান তপস্যাদিকং সর্ব্বমদর্পণং অপি সমর্পণ ত্বং কুরুস্ব ॥ ৫ ॥

কাব্যমঞ্জরী। অলঙ্কারে যমকগুণ প্রসাদ আখ্যান।
ভাবেতে সঞ্চারী ইথে ধৃতি ভাব নাম ॥
সন্তোষেরে ধৃতি কহি সত্বাসে বিভাব।
উপায়ানুপায়ে দুঃখে ধৈর্য্য অনুভাব ॥
আহার বিহার আর তপস্যা নিয়ম।
যত কর্ম্ম ক্রিয়া করে কৃষ্ণে সমর্পণ ॥
তাহার অন্তরে ধৃতি ভাব হয় স্থায়ী।
সুখ দুঃখ সম জ্ঞানে ধৈর্য্য অধিকাই ॥
প্রভু কহে ইথে শুদ্ধ ব্যবহার মার্গ।
দেব দেহ পেয়ে ভোগ করে সুখ সর্গ ॥ ১৪ ॥

বর্ণাশ্রমাচার ধর্ম্ম সে কেবল কর্ম্ম।
পুন পুন গতাগতি এই তার মর্ম্ম ॥
মর্ম্মে কেবা আছে সেই কেন আসে যায়।
কর্ম্মানুগত কার্য্যে তার কিবা দায় ॥
বুঝহ যতনে ভাই কথা করি দৃঢ়।
আদ্য অন্ত মধ্য সম কেবা তার বড় ॥

প্রভু কহে ইহা বাহ্য আগে কহ আর।
রায় কহে কর্ম্ম ত্যাগ ভক্তি সাধ্য সার॥ ১৫।

ভাগবতে। অজ্ঞায়ৈব গুণান্ দোষান্ময়াদিষ্টানপিস্বকান্।
ধর্ম্মান্ সংত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্ মাং ভজেৎ সচ সত্তম॥ ৬॥

হে উদ্ধব, যো জনো ময়াদিষ্টান্, মম আদেশান্, পূর্ব্বকথিতান্ স্বকান্

আদ্য অন্তে মধ্যে যেই সেই বস্তু সত্য।
বুঝিতে বিষম তার তিন ভাব নিত্য॥
আরম্ভে আইসে আছে নিত্য বর্ত্তমান।
ক্রমেতে বিকাশ তার সেহ সত্য জান॥
অন্তে সমাপনে কার্য্য গমন তাহার।
সংহরণ সমাপন লীলা ব্যবহার॥
ত্রিবিধত্বে স্থিতি যার সেই হয় নিত্য।
এ তিন দশায় নিত্য সেই সত্য সত্য॥
সর্ব্বাবস্থা সর্ব্বকালে তারে সত্য জানি।
বর্ণা শ্রমাচার ধর্ম্মে ভজে টানাটানি।
টানাটানি প্রাণ যায় রাখিতে না পারে।
প্রাপ্ত স্বস্বরূপ সেই অন্য যোনি দ্বারে।
দ্বারে দ্বারে গতাগতি ধরিতে না পারি।
আহরণ করি ধরে সেই বুঝে হরি॥
মনঃ চক্রে সর্ব্ব ভাবে হরি ধরি পূর্ণ।
স্বভাবেতে সিংহ হয় সর্ব্বাভব শূন্য॥
অভাব শূন্যের তোষ সর্ব্বত্র সমান।
উপায়ানুপায়ে সুখ দুঃখ সম জ্ঞান॥

সন্তোব করিয়ে তারে অতেব কহিয়ে।
সন্তোষেতে লাভ যাহা তাহারে ধরিয়ে॥

স্বজাতীয়ান্ গুণান্ সর্ব্বান্ অধুনা দোষানেবমাজ্ঞায় আজ্ঞাত্বা তান্ সর্ব্বান্ ধর্ম্মান্ বর্ণাশ্রমোপযুক্তান্ সংত্যজ্য, ত্যক্ত্বা মাং পরমেশ্বরং ভজেৎ শরণং ব্রজেৎ স চ সত্তম। ৬॥

ভগবদ্গীতা। সর্ব্ব ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজে।
অহং ত্বাং সর্ব্ব পাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মাশুচঃ। ৭॥

মদ্ভক্ত্যৈব সর্ব্ব ভবিষ্যতি ইতি দৃঢ় বিশ্বাসেন বিধি কৈঙ্কর্য্যং ত্যক্ত্বা দেক শরণোভব, এবং বর্ত্তমানঃ কর্ম্মত্যাগ নিমিত্তং পাপং স্যাদিতি মাশুচঃ শোকং মাকর্ষীঃ যতস্তাং মদেক শরণং সর্ব্ব পাপেভ্যো ঽহং মোক্ষয়িষ্যামি। ৭॥

কাব্যমঞ্জরী। নাট অনুপ্রাশ গুণ প্রাসাদে জড়িত।
সঞ্চারী সংযোগে স্মৃতি ভাব উপণিত॥

স্মৃতিভাব। প্রেমীজন বিরহে তদ্রূপ অনুভব।
তাহারে স্মরণ হয় সেই স্মৃতি ভাব॥
কৃষ্ণের বচন শুনি যায় ধর্ম্ম লোভ।
তত্ত্বজ্ঞান শুনিবারে সদা মনে ক্ষোভ॥

ধৃত বস্তুর বিভাব সত্ত্বা ধৃতি ভাব হয়।
ঊর্দ্ধগতি দেব দেহ সুখ সর্গ ময়॥
ধৈরজ ধরম তার উদ্দেশ অর্পন।
অর্পণের ভাবে নহে শুদ্ধ সমর্পন॥
বাহ্যান্তরে বাহ্য বস্তু লঞা তার কাজ।
কৈতব সম্বন্ধে দেখ সর্ব্বত্রই ব্যাজ॥
ধরণী কহিছে সার, কপট কর্ম্মার্পণে।
কভু নাহি পাই ব্রজে ব্রজেন্দ্র নন্দনে॥ ১৪॥

কোনও কোন গ্রন্থে "স্বধর্ম্মত্যাগ" এইরূপ পাঠ আছে। কর্ম্মই স্বধর্ম্ম অতএব পাঠান্তর জন্য কোনও দোষ পরিলক্ষিত হয় না। প্রমাণ শ্লোকে "ধর্ম্মান্ সংত্যজ্য" প্রয়োগ থাকায় "স্বধর্ম্মত্যাগ" পাঠ দিলেই ভাল হয়।

আহার্য্য জ্ঞানেতে স্মৃতি জ্যোতির্ম্ময় ধাম।
সম্বিতের অঙ্গ কিন্তু নহে ভক্তি জ্ঞান ॥
এই হেতু বাহ্য কহি কৈল প্রভু বাদ।
সম্বিতের সার হয় ভক্তির সম্বাদ ॥ ১৫ ॥

পূর্ব্ব আজ্ঞা বেদ যারে গুণ কহে।
এবে কহে সর্ব্ব দোষ গুণ নাই তাহে ॥
কর্ম্ম করি কর্ম্মাভ্যাস সর্ব্ব জীবে হয়।
জীবন মরণ গতা গতি এই কয় ॥
কর্ম্মাপণে ধৃতি ভাবে হয় দিব্য গতি।
সর্ব্বপূজ্য লোকমান্য সবে করে স্তুতি ॥
স্তুত্যমান তেজিয়ান যেই সত্বাবলে।
বৈদিক কর্ম্মের বশে সেই সত্বা ভূলে ॥
ধরি পুষি পালি হয় আত্ম ভাবে মূঢ়।
বিমূঢ়াত্মা নাহি জানে পর ভাব গূঢ় ॥
অতএব সর্ব্বদোষ গুণ কিবা তায়।
সাধু সঙ্গে জীব যদি এবা বুদ্ধি পায় ॥
সর্ব্ব ধর্ম্ম ত্যজি ভজে পরম ঈশ্বর।
ঈশ্বর স্বভাবে হয় সে বস্তু গোচর ॥
গোচরে স্মরণ হয় পূর্ব্বাপর যত।
স্বভাব ছাড়িয়া হয় তার অনুগত ॥
অনুগত নহিলে সঞ্চার কেন হবে।
সঞ্চার যখন তার আজ্ঞা হয় তবে ॥
সেই আজ্ঞা বলে ভক্তের শ্রদ্ধা যদি হয়।
সর্ব্ব ধর্ম্ম ত্যাগ করি শ্রীকৃষ্ণ ভজয় ॥
সঞ্চারী সংযোগে রূপ লহরের মাঝ।
স্মৃতি ভাবে উপনিত হয় রস রাজ ॥

প্রভু কহে এহ বাহ্য আগে কহ আর।
রায় কহে জ্ঞান মিশ্রা ভক্তি সাধ্য সার ॥ ১৬ ॥

ভগবদ্গীতা। ব্রহ্ম ভূত প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তি লভতে পরাং ॥ ৮ ॥

হে অর্জ্জুন, ব্রহ্ম ভূতঃ ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থিতঃ, প্রসন্নাত্মা প্রসন্নং নির্ম্মলং চিত্তং যস্য তথা ভূতঃ সন্ ন শোচতি নষ্টং প্রতি শোকং ন করোতি, ন কাঙ্ক্ষতি, প্রাপ্তবস্তু প্রতি ন স্পৃহয়তি, দেহাদ্যভিমানাদ্যভাবাৎ, সর্ব্বেষু ব্রহ্মাদিতৃণাণ্তেষু, ভূতেষু জীবাদিষু সমস্তন্য জ্ঞানীসন্, রাগ দ্বেষাদি কৃত বিক্ষেপাভাবাৎ অতএব সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তানাং লক্ষণাপরাং পরমাং মদ্ভক্তিং লভতে। ৮।

কাব্যমঞ্জরী। এহত' সঞ্চারী ইথে সঞ্চার যে ভয়।
বেদের নিষিদ্ধ কর্ম্মে প্রবর্ত্ত না হয় ॥
বিধিমতে করে ভক্তি মনে ভয় সদা।
পাপ ভয়ে সর্ব্বভূতে করে মরিজাদা ॥
ভয়ের জনক জ্ঞান তদানুগা ভক্তি।
পিরিতি বিরোধ করে তাহার প্রকৃতি ॥
শ্লোকেতে কৃষ্ণ বাক্য বিধিবেদ সার।
না করিলে অপরাধ হইবে আমার ॥
এই ভয়ে ভক্তি করে পিরিতি বিহীন।
বাহ্য শুদ্ধ তম হয় এই তার চিন্ ॥ ১৬ ॥

সংযোগে স্মরণ বদ্ধমূল হয় যবে।
স্বভাব ছাড়িয়া সেই তার হয় তবে ॥
প্রভু কহে এহ বাহ্য আগে কহ আর।
স্মৃতিভাবে স্বভাব মরণ কথা সার।
ধরণী ধরিল যেই সে করে প্রচার ॥ ১৫

প্রভু কহে এহ বাহ্য আগে কহ আর।
রায় কহে জ্ঞান শূন্য ভক্তি সাধ্য সার ॥ ১৭ ॥

ভাগবতে। জ্ঞানে প্রয়াস মুদ পাস্য নমন্ত এব
জীবন্তি সম্মুখরিতাং ভবদীয় বার্ত্তাং।
স্থানস্থিতাং শ্রুতি গতাং তনুবাঙ্ মনোভিঃ,
যে প্রায় শোঽজিত জিতোঽপ্য সিতৈ স্ত্রিলোক্যাং ॥ ৯ ॥

হে রাজন্, জ্ঞানে, ব্রহ্মানুসন্ধান প্রয়াসং, মনোযোগং, উদপাস্য, সংত্যক্তা

ভুক্তি হৈতে উৎপন্ন বস্তু ধরিলে পুষিলে।
পালিলে থাকয়ে যদি স্বভাব নিশ্চলে ॥
নিশ্চল স্বভাব ছাড়ে তার আজ্ঞা পায়।
বাক্যরূপ তেজ বিন্দু জ্যোতির হিয়ায় ॥
জ্যোতির্ম্ময় ধাম সেই স্মৃতি ভাব কহি।
স্মরণে আইসে মনে আজ্ঞা সজ্ঞা মাহি ॥
চাহিতে চাহিতে নারে মনে হয় হয়।
প্রসন্ন মানস কিন্তু সব শূন্যময় ॥
আদ্য বস্তু উদিত ব্রহ্ম সম সর্ব্বভূতে।
জানিয়া সম্ভ্রম হয় সমস্ত জগতে ॥
অনন্ত অপার ধাম জ্বলন্ত বিস্তার।
পার হ'তে সাধ কিন্তু নারে তরিবার ॥
ভয়ে ভীত সুখ দুঃখ সব একাকার।
বৃহতে ভয়ের ভাব এ ভক্ত্যে প্রচার ॥
ভয়ের জনক জ্ঞান ভক্তি শুদ্ধ নয়।
প্রেম ভক্তি বিরোধি সে জানিহ নিশ্চয় ॥
পিরীতি পরম রত্ন প্রভু উরে ধরে।
এই শুদ্ধ তম সদা মায়া সঙ্গী করে ॥
ধরণী শুনিয়া কথা ভাবে মনে মন।
সাধু সঙ্গ করি কর মায়ার শোধন ॥ ১৬

ভবদীয় বার্ত্তাং, ভগবৎ গুণলীলাৎ তনু বাঙ্ মনোভিঃ কায়মন যোগ করনৈ, যে জনাঃ নমন্ত এব, সৎকার কুর্ব্বন্তএব সন্ত জীবন্তি, প্রাণ ধারয়ন্তি, যৈজনৈঃ কর্ত্তৃভুতৈরসি, তৈরক্লেশং গুণৈশ্রবণঃ করণভূতৈঃ তৈঃ প্রায়শো বাহুল্যেন ত্রিলোক্যাং সর্গমত্ত পাতালে অজিত জাতোভবান্, জয়োভবতি। কথম্ভুতা জনাঃ স্থান স্থিতোঃ একাসনোপবেশিতাঃ নতু চাঞ্চল্যেন তিষ্ঠতি। পুন কথম্ভুতাং ভবদীয় বার্ত্তাং সন্মুখরিতাং সাধুমুখান্নির্গতাং বার্ত্তাং শ্রুতি গতাং কর্ণ দ্বারৈ প্রাপ্তামিতি। ইয়ন্ত বৈধি ভক্তি। ৯ ॥

কাব্যমঞ্জরী। বিপ্রলম্ভ রসে হয় দশ বিধ তাপ।
শ্রদ্ধা চিন্তা আদি শেষ যাহাতে প্রলাপ ॥
শ্রদ্ধা রস সঞ্চার এই শ্লোকে প্রমাণ।
যাথে সাধু সঙ্গ করে শুনে লীলাগান ॥
অন্তর শুদ্ধের এই কারণ এক হয়।
প্রভূ কহে কহ রায় ইহা সুনিশ্চয় ॥১৭

ইত পূর্ব্ব রামানন্দ রায় জ্ঞানযোগ ভক্তির কথা বলিতেছিলেন এবং মহাপ্রভূ সেই সমস্তকেই বাহ্য কহিয়া উপেক্ষা করিয়াছেন বটে কিন্তু উভয়কে উভয়ে জানিয়া ও বুঝিয়াও এইরূপ কহিবার ও কহাইবার প্রয়োজন, জীবে দয়া—অর্থাৎ ক্রমোসাধন উপায় দ্বারা তাহার উদ্ধারের উপায় প্রচার, দ্বিতীয়তঃ ভক্তগণকে প্রসাদ অর্থাৎ আস্বাদ্য বস্তুর অবশেষ দান; তৃতীয়তঃ নিজকার্য্য—নিজমাধুরী, শুদ্ধ সখ্য ও শুদ্ধ রাধার প্রেম আস্বাদন। ১ স্বধর্ম্মাচরণ, ২ কৃষ্ণে কর্ম্মার্পণ, ৩ স্বধর্ম্মত্যাগ, ৪ জ্ঞানমিশ্রাভক্তি, এই চতুর্ব্বিধা বাহ্যাঙ্গ সাধন। মহাপ্রভূ "ইহাবাহ্য" ইত্যাকার উক্তি দ্বারা ইহাই নির্দ্ধার করিয়াছেন। আর রামানন্দ, প্রেমানন্দ রসময় গুরু, যোগ্য শিষ্যের কিরূপে অধিকার ভেদ করিতে হয় তাহারই পন্থা দেখাইয়াছেন। জ্বলন্ত অনন্ত তেজোরাশির মধ্যে যেমন শৈত্যসিন্ধু বিন্দুরূপে বর্ত্তমান তেমনি অনন্ত জ্যোতি জ্ঞানময় ব্রহ্মে মাধুর্য্যময় কৃষ্ণের অবস্থিতি তাহা সাধু কৃপা ব্যতিরেকে উপলব্ধি

প্রভু কহে ইহ হয় আগে কহ আর।
রায় কহে প্রেম ভক্তি সর্ব্ব সাধ্য সার ॥ ১৮

পদ্যাবলী। নানোপচার কৃত পূজন মার্ত্তবন্ধোঃ,
প্রেম্নৈব ভক্ত হৃদয়ং সুখং বিদ্রুতং সাৎ।
যাবৎ ক্ষুদস্তি জঠরে জরঠা পিপাসা,
তাবৎ সুখায় ভবতো ননু ভক্ষ্য পেয়ে ॥ ১০

হে আর্ত্তবন্ধোঃ ভগবতঃ নানোপচার কৃত পূজনং ভক্ত হৃদয়ং সুখং ন ভবতি। প্রেম্না করণৈ ভক্ত হৃদয়ং সুখং নিশ্চিতং বিদ্রুতং স্যাৎ দ্রবিভূত ভবন্তি। ননু ভো দৃষ্টান্ত মাহ জঠরে যাবৎ পর্য্যন্তং জরঠা বলবান ক্ষুদস্তি, জরঠা পিপাসাস্তি, ভক্ষ্য পেয়েত্বে তাবৎ সুখায় মহানন্দায় ভবতঃ। মহৎ ক্ষুৎ পিপাসায়াং পানভোজনে যথাসন্তোষং ভবেৎ তৎবৎ ভগবতঃ সুখং ভবেৎ ভক্তানাঞ্চ। ১০।

পদ্যাবলী। কৃষ্ণ ভক্তি রস ভাবিতা মতিঃ
ক্রীয়তাং যদি কুতো হপি লভ্যতে।
তত্র লৌল্য মপি মূল্য মেকলং
জন্ম কোটি সুকৃতি র্ন লভ্যতে ॥১

নির্ম্মল রাগ লক্ষণ মাহ। যদি কদাচিৎ কৃষ্ণপ্রেম রস ভাবিতামতিঃ কৃষ্ণ প্রেম রস ভাব্যতে যয়া মত্যা সামতিঃ, কুতোপি, আকস্মাৎ লভ্যতে তদাতয়া ক্রিয়তাৎ। তত্র একলং কেবলং লৌল্যং, লোভং, রাগং অপি মূল্যং ধনং

হইবার নহে। ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়া ব্রহ্মে লয় পায় যে সকল, সেই সকল বস্তু হইতে ব্রহ্ম পর্য্যন্ত জ্ঞানের প্রয়াস সিদ্ধ আর তদতিরিক্ত যাহা তাহা সাধু সঙ্গে শ্রদ্ধা রসের উদয় না হইলে, ব্রহ্ম ও ব্রহ্ম সম্বন্ধীয় যাহা কিছু তাহার অন্তরে মাধুর্য্যময় কৃষ্ণের অবস্থান, কায়মনবাক্যে অনুভব করিবার প্রয়াস ব্যর্থ হয়। অতএব বাহ্য বস্তু হইতে যে জ্ঞানের প্রয়াস তাহা ত্যাগ করিয়া, জ্ঞান শূন্য ভক্তি যে সাধ্য সার ইহাই রামানন্দ রায় দ্বারা কথিত হইলে, মহাপ্রভু "ইহা হয়" এইরূপ উক্তি দ্বারা বস্তুর বাহ্যান্তরে স্থিতি নির্দ্ধার করিয়াছেন। ১৭॥

ভবেৎ। তল্লোল্যং লোভঃ জন্ম কোটি সুকৃতৈ র্বহু জন্মার্জ্জিত পুন্যৈ, ন লভ্যতে। কৃষ্ণ তদ্ভক্ত কারুণ্যেন লভ্যতে ইতি ধ্বনিতং। ১১।

কাব্যমঞ্জরী। শান্ত রস স্থায়ী ভাব নির্ব্বেদ বিচারি।
প্রেম তত্ত্ব জ্ঞানে রসে হয় অধিকারী॥
নির্ব্বেদভাব। তত্ত্ব জ্ঞান দুঃখ শোকেতেঁ যাঁহা জগকে অপমান।
তাঁহি নির্ব্বেদ বাখানিয়ে নবহুঁ রসকে প্রাণ॥
নানা উপচারে পূজা প্রেমের সহিতে।
তবে সুখ বৃদ্ধি যৈছে ভোজন ক্ষুধাতে॥
এই শান্ত রসে চিত্ত নির্ম্মল কহিল।
আগে কিছু কহ কহি প্রভু প্রশ্ন কৈল॥১৮

প্রেম সে কেমন কাহারে কয়।
তবে ভক্তি ইহা জানিতে হয়॥
জানিয়া শুনিয়া ভকতি করে।
শান্তরসে স্বরূপ বুঝিতে পারে॥
কৃষ্ণে এক নিষ্ঠ স্বরূপ বুঝি।
তবে সে পূজন ভাবেতে সুঝি॥
আত্ম বন্ধু প্রভু দুখিরে তারে।
নানা উপচারে পূজয়ে তারে॥
পূজিতে পিরীতি ভাব সে হয়।
সর্ব্বানন্দ ধাম তাহারে কয়॥
বৈধি ভক্ত্যে হয় এতেক লাভ।
ইহাতে জানিয়ে ভকতি ভাব॥
দ্রবীভূত হয় হৃদয় তাহে।
সুধিয়া নির্ম্মল অন্তর যাহে॥
নির্ম্মল অন্তরে উদয় যেই।
পরম পদার্থ জানিবে সেই॥

প্রভু কহে ইহ হয় আগে কহ আর।
রায় কহে দাস্য প্রেম সর্ব্ব সাধ্য সার॥ ১৯

ভাগবতে। যন্নাম শ্রুতি মাত্রেণ পুমান ভবতি নির্ম্মলঃ।
তস্য তীর্থ পদঃ কিম্বা দাসা নামবশিষ্যতে॥ ১২

যৎ যস্য গোবিন্দস্য নাম শ্রুতি মাত্রেণ পুমান পুরুষো নির্ম্মলঃ সর্ব্বোপাধি বিনির্মুক্তঃ ভবতি তস্যতীর্থ পদস্য ভগবতঃ কৃষ্ণস্য দাসানাং নিত্য সেবকাণাং কিং বা, ইতি বিস্ময়ে, অবশিষ্যতে। ১২

সর্ব্বানন্দ ধামে তাহার স্থিতি।
স্বরূপ আচার তাহার রীতি॥
শান্ত রসে ভজি নির্ব্বেদে স্থাই।
বৈধি প্রেম ভক্তি হইয়ে গাই॥
অবিধি আচার নির্ম্মল রাগ।
সে ভক্তি লক্ষণে নাহিক দাগ॥
সাক্ষাৎ ভজন রাগের রীত।
বলিলে কহিলে নহে প্রতীত॥
তথাপি কহয়ে ভকত জন।
কৃষ্ণ ভক্তি রসে ভাবিত মন॥
কৃষ্ণ কৃপা হেতু সুকৃতি যেই।
তাহারি নয়নে লাগায় সেই॥
সহজে পাইয়ে সহজ জনে।
কৃতার্থ মানায় আপন মনে॥
শুদ্ধলোভ মূল্যে কিনিয়ে তারে।
ইহা বিনা তারে কিনিতে নারে।
হেন প্রেম ভক্তি নিতাই দিল।
ধরণী চরণে শরণ নিল॥ ১৮

ভবন্ত মে বানুচরন্নিরন্তরঃ,
প্রশান্ত নিঃশেষ মনোরথান্তরঃ।
কদাহমৈ কান্তিক নিত্য কিঙ্করঃ
প্রহর্ষয়িষ্যামি সনাথ জীবিতং ॥ ১৩

হে গোপ্য, অহং কদা কস্মিন্ সময়ে নিরন্তরং সর্ব্বদা ভবন্তং গোবিন্দং অনুচরণ্, পশ্চাৎগচ্ছন্ সন্। স নাথ জীবিতং মৎপ্রাণাধিশ্বরং গোবিন্দং প্রহর্ষয়িষ্যামি, মহাহর্ষ যুক্তং করোমি। কথম্ভূতোঽহং প্রশান্ত নিঃশেষ মনোরথান্তরং, প্রশমণং নির্ম্মলং নিঃশেষ উদ্বেগ রহিতং যস্য সোঽহং কদাস্মি পুন কিং কুর্ব্বন্ একান্তিকেণ, একাগ্র চিত্তেণ, নিত্য ভৃত্য ভবন্ সন্। ১৩

কাব্য মঞ্জরী। অসং প্রয়োগা রতি দাস্য রসে স্থিতি।
সেবা পর হয় সেই এই তার রীতি॥
সেবা বিনা নাই তার কামনা অপর।
সদাই সে বনে সেই হয় ত' তৎপর॥
বাহ্যান্তর শুদ্ধ তার রায় কহে সার।
প্রভূ কহে সত্য এই কহ কিছু আর॥ ১৯

এখানে প্রথম বৈধিদাস্য প্রেম ভক্তির ও পরে অবৈধ দাস্য প্রেম ভক্তির উল্লেখ করা হইয়াছে। বৈধ দাস্য প্রেমভক্তি সাধন দ্বারা আমিত্বের অবশেষ থাকে না কেবল নিত্য দাসত্বেরই অবশেষ থাকে।

সহজেতে সঙ্গ পাইল যার।
প্রশান্ত হিয়ায় আমি সে তার॥
নিঃশেষ করিয়ে যতেক আশ।
ঐকান্তিকে হই তাহারি দাস॥
সেবন আশেতে সদাই সঙ্গ।
ইহাতে না হয় কভু সে ভঙ্গ॥

প্রকৃষ্ণ হরষে রাখিয়ে তারে।
তার সুখে থাকি জীবন ধরে॥
সে নাথ জীবিত আমি সে তার।
আমার লেগেছে তাহারে ভার॥
নিত্যদাস ধরণী ধরের বাণি।
নিতাই চরণ অমিয়া খনি॥

পূর্ব্ব চতুর্ব্বিধা বাহ্যাঙ্গ সাধন দ্বারা বাহ্যাঙ্গশুদ্ধির কথা বলিয়া এখন রামানন্দ রায় ত্রিবিধ বাহ্যান্তরাঙ্গ সাধন কহিলেন। জ্ঞান শূন্য ভক্তি, প্রেম ভক্তি ও দাস্য ভক্তি। ইহার অস্তিত্ব আছে অর্থাৎ এই তিন প্রকার সাধন দ্বারা যে বস্তু উৎপন্ন হয় তাহা আর নষ্ট হয় না অর্থাৎ তাহার স্থিতি আছে অতএব প্রভু কহিয়াছেন ইহা "হয়" অর্থাৎ ইহা সত্য।

ব্যক্তব্য বাহুল্য ভয়ে না যায় লিখন।
অতএব সংক্ষেপেতে করিল সুচন॥
অপরোক্ষ পরোক্ষ দ্বিবিধ সত্য হয়।
পরোক্ষ জানিয়ে অপরোক্ষেতে প্রত্যয়॥
বিশ্বাসেতে পায় বস্তু সে হয় নিশ্চিত।
হেরিয়ে হারায় সেহ মনের সম্বিত॥
আমার পারক কৃষ্ণ এই অভিমান।
দৃঢ় ভক্তি যোগে ভজে জানিয়ে সন্ধান॥
অনুমান প্রমাণ হয় প্রেমে পরতেক।
সর্ব্বত্র হেরিয়ে মাত্র সেই বস্তু এক॥
ঐকান্তিক হৈলে হয় দাস্য প্রেম সার।
কৃষ্ণ এক প্রভু মোর এই মন তার॥
শুদ্ধ দাস্য প্রেম ভক্তি বুঝিবারে নারি।
ধরণী পড়িয়ে আছে শ্রীচরণ ধরি॥

প্রভু কহে ইহ হয় আগে কহ আর।
রায় কহে সখ্য প্রেম সর্ব্বসাধ্য সার ॥ ২০

ভাগবতে। ইত্থং সতাং ব্রহ্ম সুখানু ভুত্যং
দাস্যং গতানাং পর দৈবতেন।
মায়া শ্রিতানাং নর দারকেণ,
সার্দ্ধং বিজিহ্রূঃ কৃত পুণ্য পুঞ্জাঃ ॥ ১৪

মায়াশ্রিতাং যোগ মায়াশ্রিত মানসাং সম্বন্ধেন নরদারকেন যশোদানন্দনেন সার্দ্ধং সহ বিজিহ্রূঃ কৃতং পুণ্যং পুঞ্জাঃ শ্রীদামোদয়ো গোপালাঃ। ইত্থং অনেন প্রকারেণ বিজিহ্রূঃ, বিহারকৃত বন্তঃ। কথম্ভূতেণ যশোদানন্দনেণ, সতাং, জ্ঞানিনাং ব্রহ্ম সুখানু ভূত্যা, ব্রহ্মসুখানুভাবেন করনেণ, দাস্যং গতানাং, প্রাপ্তানাং, পর দৈবতেন, পরম ব্রজ স্বরূপেণ, এবম্ভূতেন গোবিন্দ সহ গোপালাঃ ক্রীড়ন্তি অতএব মহা সুকৃতিনঃ। ১৪

কাব্যমঞ্জরী। সংপ্রয়োগ বিষয়া রতি হয় সখ্য রসে।
সমান সমান রূপ সমান বয়সে ॥
সম ভাবে করে ক্রীড়া স্বভাবে নির্ভয়।
কান্ধে চড়ে কান্ধে করে না করে সংশয় ॥
শ্রীদামাদি ভাব এই অপরে কেমতে।
উদয় হইবে ইহা বিচারহ চিতে ॥
সখা সহ কৃষ্ণলীলা স্মরণে যাহার।
হইবে প্রকট দেহে ভাবের বিকার ॥
অসৎ প্রয়োগেতে সেই ভাবের সংযোগে।
সখ্য রস আস্বাদিব এই রাগ মার্গে ॥
অতএব ইহোত্তম পুছে প্রভু আর।
বাৎসল্য রস রায় করিল প্রচার ॥ ২০

প্রভু কহে এ হোত্তম আগে কহ আর।
রায় কহে বাৎসল্য প্রেম সর্ব্ব সাধ্য সার ॥ ২১

ভাগবতে। নন্দঃ কিম করোদব্রহ্মণ্ শ্রেয়ো এব মহোদয়ং।
যশোদা বা মহাভাগা পপৌ যস্যাংস্তনং হরিঃ ॥ ১৫

হে ব্রহ্মণ্, হে মহাযোগেধর শুক দেব, যস্য গৃহে এবং মহা চমৎকারণীয় মহোদয়ং মহৎ ব্রহ্মণ উদয়ং শ্রেয়ো মঙ্গলং ভবতি। অতএব নন্দ গোপঃ কিং তপস্যাদিকং অকরোৎ, পূর্ব্বজন্মনি কিং বা কৃত বান্। বা ইতি বিশ্ময়ে যশোদা মহা ভাগা, পুণ্যবতী, যস্যা স্তণং হরি, গোবিন্দং পপৌ পান কৃত-বান্ ॥ ১৫

ভাগবতে। নেমং বিরিঞ্চো নভবো নশ্রীরপ্যঙ্গ সংশ্রয়া।
প্রসাদং লেভিরে গোপী যপৎ প্রাপ বিমুক্তি দাৎ ॥ ৬

কোনও বস্তু এক স্থান হইতে অন্যত্র নিক্ষেপের নাম প্রয়োগ। সম্যকে প্রয়োগ হইলে তাহাকে সৎপ্রয়োগ বলে। অসৎপ্রয়োগ, যাহা নিক্ষিপ্ত হইয়াও এক স্থান হইতে অন্যত্র প্রযুক্ত হয় না অর্থাৎ যেখানকার বস্তু সেই খানেই থাকিয়া যায়।

বলিব বাসনা মনেতে করি। মুখে না আইসে বলিতে নারি ॥
না বলিলে কেহ বুঝিতে নারে। কহিতে কথা সে প্রাণ বিদরে ॥
বলা বলে কথা আমি না জানি। সন্তর্পনে থাকি কাঁপায় প্রাণী।
বুঝহ মরম রসিক ভাই। আনে নাহি জানে ইহাই চাই ॥
সত্বায় ব্রহ্মের সুখানুভব। বিষয় জাতীয় জানি এ সব ॥
তাহাতে মমতা যাহার হয়। বিষয়া এরতি এমতি কয় ॥
দাস্য ভাবে হয় প্রয়েগ তার। প্রয়োগে অপ্রযুক্ত ধর্ম্ম যার ॥
প্রয়োগ আছয়ে প্রয়োগ নাই। আপ্নাতে আপনি করয়ে স্থাই ॥
তাথে দাস্য রসে এ রতি স্থিতি। সেবা পর হয় এই সে রীতি ॥
সেবাতে সাক্ষাৎ পর দেবতা। নরদার কৃষ্ণ এ মায়াশ্রিতা ॥
সমান সমান সমান সব। সখ্য ভাবে হয় এ অনুভব ॥
সমরণ ভাব ইহারে কয়। সখা সনে লীলা স্মরণ হয়।
সৎপ্রয়োগ হলে বিষয়া রতি। সখ্য রসে হয় তাহার স্থিতি ॥
দড়াঞা বুঝহ মরমী ভাই। ধরণী কহিছে চরণ চাই ২০ ॥

হে রাজন্, হে পরীক্ষিত, গোপীঃ যশোদাদি গোপ্যঃ বিমুক্তি দাৎ শ্রীমুকুন্দাৎ যৎ প্রসাদং যৎ প্রশন্নত্বং লেভিরে প্রাপ্ত বন্ত, ইমং প্রসাদং বিরিঞ্চি ব্রহ্মা ন প্রাপ্নোতিস্ম দ্রবঃ শিবোপিন ইয়ং প্রসাদং প্রাপ্নোতিস্ম, অঙ্গ সংশ্রয়া নিজাঙ্গ শ্রয়া শ্রীরপি লক্ষী রপি ইমং প্রসাদং ন প্রাপ্নোতিস্ম, যশোদা শুদ্ধ সত্ব প্রেম্না বধ্নাতি তথা ন্যেন বন্ধনং কৃতবন্ত। ১৬

কাব্য মঞ্জরী। এরসেতে স্থায়ী রতি শুদ্ধ স্নেহময়।
আপনে পালক কৃষ্ণে প্রতিপাল্য কয়॥
নিজ মুখো চ্ছিষ্ট কৃষ্ণে করয়ে প্রদান।
চরণের ধুলী দিয়া করয়ে কল্যাণ॥
শুনিয়া সে ভাব যবে পাইবে আনন্দ।
সেই সে বুঝিবে এই প্রেমের প্রবন্ধ॥
পুন প্রশ্ন করে প্রভু পাই মহা সুখ।
শুনিতে মাধুর্য্যাধিক পরম উন্মুখ। ২১

গোশব্দে পৃথিবী হয় এ পৃথ্বী আকার।
শুদ্ধ চিৎময় বস্তু সর্ব্ব সার সার॥
তাতে চিত্র করে যেই স্নেহ মোহ দিয়া।
নিবর্ত্তিত বিন্দু পুন বসায়ে আনিয়া॥
পুরাতন পরিজন যতেক যাহাতে।
যত্নে ধরে পুষে সেহ গোবিন্দ তাহাতে॥
অমায়া মোহন অহৈতুকী ইহা জানি।
ব্রজে গোপ কুলে তারা হয় গোয়ালিনী॥
তাদের চরণ ধুলী সেহ ব্রজ রজ।
অপ্রাকৃত বস্তু তাহে নাহিক গরজ॥
ধরণী কহিছে সার এই মর্ম্ম বাণী।
গরজ চাড়িয়া ভজ ইন্দ্র নীলমনি॥

প্রভু কহে ইহোত্তম আগে কহ আর।
রায় কহে কান্তা প্রেম সর্ব্বসাধ্য সার ॥ ২২

ভাগবতে। নায়ং শ্রীয়োঽঙ্গ উনিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ
স্বর্যোষিতাং চ নলিন গন্ধ রুচাং কুতোন্যাং।
রাসোৎসবেঽস্য ভূজদণ্ড গৃহীত কণ্ঠঃ,
লব্ধাশিষাং য উদগাদ্ব্রজ সুন্দরীনাং ॥ ১৭

মধুর লক্ষণমাহ। হে রাজন্, ব্রজসুন্দরী ণাৎসম্বন্ধীয় প্রসাদঃ প্রসন্নতাঃ উদগাৎ, উদয় ভবতি। হে অঙ্গ হে মহারাজ অমুং প্রসাদঃ উনিতান্তরতে, প্রাপ্তান্তরায়া শ্রিয়ঃ লক্ষ্মীঃ সম্বন্ধে ন ভবতি। স্বর্যোষিতাং দেবকন্যাগণানাং সম্বন্ধে ন ভবতি। নলিন গন্ধরুচাং পদ্মগন্ধা-পদ্মবদ নীনাং সম্বন্ধে ন ভবতি। কথম্ভূতানাং ব্রজসুন্দরীণাং রাসোৎসবানন্দে অস্য গোবিন্দস্য ভূজদণ্ড গৃহীত কণ্ঠেণ লব্ধাশিষাং প্রাপ্ত মঙ্গলং যা ভিঃ তাসাং। ১৭

ভাগবতে। তা সা মাবির ভুচ্ছৌরিঃ স্বয়মান মুখাম্বুজঃ।
পীতাম্বর ধরঃস্রগ্বী সাক্ষান্মন্মথ মন্মথঃ ॥ ১৮ ॥

রাধা ললিতাদিসহ রাসবিহারি নো গোবিন্দস্য কন্দর্পমোহনত্বমাহ। শৌরিঃ শ্রীগোবিন্দঃ স্বয়মানং মন্দহাস্য যুক্তং মুখাম্বুজং মুখপদ্মং যস্যসঃ গোবিন্দ। তাসাং রাধা ললিতা দিনাং গোপাঙ্গণানাং মধ্যে অবিরভূৎ আগত বাণিত্যর্থঃ। কথম্ভূত গোবিন্দঃ। পীতাম্বর ধরং গলিত স্বর্ণ বসনং ধর্ত্তুং ধারিতু শীলং যস্য সঃ। পুনকথম্ভূতঃ স্রগ্বী পুষ্পহারাদিধারী। পুনঃ কথম্ভূতঃ সাক্ষাৎ মুর্ত্তিমান্ মন্মথানাং কন্দর্পাণাং মন্মথঃ। মোহন কর্ত্তুং শীলং যস্য সঃ। অতএব দেবতা মনুষ্য পশু পক্ষী স্থাবরাদিনাং মনোহারিত্ব মিতিধ্বনিতং। ১৮

কাব্যমঞ্জরী। সংপ্রয়োগা রতি রস শৃঙ্গার আখ্যান।
স্বামী জ্ঞানে কৃষ্ণ সেবা কান্তা প্রেমনাম ॥
সামঞ্জসা রতি তারে কহে ভক্ত গণে।
প্রসন্নতা সম নহে ব্রজ বধু সনে ॥
আদ্য রস এই সর্ব্ব রসের প্রধান।
একে জ্ঞান শূন্য আরে জ্ঞান সমাধান ॥

জ্ঞান শূন্য হয় সেই রস পরকীয়া।
জ্ঞানের প্রধান্যে রস কহিয়ে স্বকীয়া॥
ইন্দ্রিয়ের শক্তি লব্ধ স্বকীয়া যে রস।
অতীন্দ্রিয় পরকীয়া মহাভাবে যশ॥
পরকীয়া যেই সেই সামর্থা জানিবে।
ভেদেরে বিলাস কহে অনুরাগ যবে॥
সামঞ্জসা সাধারণী সামর্থা বিচার।
কৃষ্ণ প্রিয়াগণে এই তিন রতি সার॥
সামঞ্জসা সাধারণী জ্ঞান পরতেক।
সামর্থা যে রতি সেই জ্ঞান ব্যতিরেক॥
স্বকীয়ার সামঞ্জসা পুরি দ্বারকায়।
সাধারণী রতি লেখা হয় মথুরায়॥
সেহ পরকীয়া কিন্তু সাম্য ধর্ম্মতার।
ব্রজেতে সামর্থ পরকীয়া আখ্যা যার॥
তিন ধামে তিন রতি কহে সর্ব্ব জনে।
ব্রজধামে সেই তিন আছে বর্ত্তমানে॥
কাত্যায়নী ব্রত পরা যত গোপীগণ।
গন্ধর্ব্ব বিবাহ নাহি জানে গুরু জন॥
ভাবেতে স্বকীয় রহে পরকীয়া মতে।
বিহার করয়ে সামঞ্জসা এই রীতে॥
বংশীগান আকর্ষণে প্রবেশিয়া রাসে।
কৃষ্ণ সঙ্গে বিহার করিল গোপী বেশে॥
সেই পরকীয়া সাধারণী সনে লেখা।
কৃষ্ণের প্রেয়সীগণে আছে এই সংখ্যা॥
চন্দ্রাবলী আদি গোপীর ভাব পরকীয়া।
অপ্রাকৃত রস তবু নহে অতীন্দ্রিয়া॥

নির্ম্মল উজ্জ্বল শুদ্ধ অনুরাগময়।
অতীন্দ্রিয় রাধা ভাব বিনা আননয়॥
রাধা যূথেশ্বরী আর তার সখিগণে।
এ রস মাধুরী সবে করে আস্বাদনে॥
অতএব কহে রায় মহাপ্রভু পাশ।
যাহার শ্রবণে প্রভুর পরম উল্লাস॥ ২২

ব্রহ্মভাব বিদ্যমানে নাম সাধারণ।
সর্ব্বত্র সমান জ্ঞান এ তার লক্ষণ॥
সাধু গুরু কৃপ বলে বিশেষ দর্শনে।
তাহে যুক্ত হয় যদি কায় বাক্য মনে॥
সংপ্রয়োগে সেই ভাব রতি নাম ধরে।
সে রতি উদ্ভব রসে কাম সত্তা ধরে॥
এই সে ক্রিয়ার নাম আদ্য শৃঙ্গার।
তাহাতে উৎপত্তি রস শৃঙ্গার প্রচার॥
রসরতি যোগে কাম সত্তা সিদ্ধ হয়।
অতএব সাধারণী তাহার আশ্রয়॥
সাধারণী রতি সেবে সাধারণ ভাবে।
সদত উদ্‌যুক্ত তারা নিজ নিজ লাভে॥
নিজ লাভে সাধারণী ভাবের বিষয়।
বিষয় আশ্রয় তাথে পরস্পর হয়॥
ভাবের প্রাবল্যে সাধারণী সাধারণী।
নামাশ্রয় মাত্র ইথে ভক্ত মুখে শুনি॥
সম সম রস নহে নহে রতি সম।
সম সম ভাবে নূন্যাধিক হয় পুন॥
ধরণী কহিছে ইথে সব বাহ্য কার্য্য।
সাধারণী সাধারণী রতি ভাব ত্যজ্য॥ ১॥

এক নিষ্ঠ ব্রহ্ম ভাব পরমাত্মা হয়।
আত্ম উপরতি দ্বারে ভাব সিদ্ধ কয়॥
গুণাকৃষ্ট কৃষ্ণ ভজে জানিয়া বিশেষ।
নাম চিন্তামণি দ্বারে পুজয়ে পরেশ॥
এই সে স্বকীয় ভাব শ্রেষ্ঠ সর্ব্ব গুণে।
সে ভাব আশ্রয় করে সামঞ্জসা শুনে॥
সাধারণী সামঞ্জসা কহিয়ে ইহারে॥
স্বামী জ্ঞানে সদাযুক্ত কৃষ্ণ সেবা করে॥
ভক্তি ভাবে সম রস সদা রতি নিষ্ঠ।
সাধারণী সামঞ্জসা গুণেতে গরিষ্ঠ॥
জ্ঞান গরীয়ান ইথে প্রসন্ন নহে মন।
প্রাকৃতা প্রাকৃত সৃষ্টি ইহার লক্ষণ॥
ক্রম জানি কার্য্য করে সিদ্ধ হয় কাজ।
ধরণী কহিছে যদি ভজ রসরাজ॥ ২॥
শুদ্ধ ভাবে পরমাত্মা নিজ ভগবানে।
দেখিয়া মোহান রূপ ভাবে মনে মনে॥
গুণে জারে রসে মারে রূপ পুষ্ট করে।
সাধারণী সামর্থা বলি জানিবে তাহারে॥
ব্রজের সমাজ মাঝ বসতি তাহার।
স্বকীয়াতে পরকীয়া ইহাতে প্রচার॥
রসিকা অধিকা ইথে প্রফুল্লিত মন।
রতি রস প্রাধান্যে প্রসন্ন সর্ব্বক্ষণ॥
ভক্তি তুষ্টে রূপ পুষ্ট এই ব্যবহার।
শৃঙ্গার রসেতে হয় মাধুর্য্যের সার॥
জ্ঞান প্রাধান্য নাশে সুমধুর রতি।
বিজ্ঞানে প্রবর্ত্ত ভাব সিদ্ধে এই রীতি॥
মাথুর প্রবাসী প্রাপ্ত ব্রজভূমি এবে।
ব্রজবাসী সঙ্গে সদা রসরাজে সেবে॥

ধরণী কহিছে ধরি নিতাই চরণ।
রূপ রঘুনাথ পদে ডুবাইয়া মন ॥
সিদ্ধের প্রবর্ত্ত দশা যার অনুভব।
সে জানি পাইল এই ভাব রতি লব ॥ ৩
সম সম রূপ গুণ নাম লুব্ধ চিত।
সামঞ্জসা সাধারণী তার এই রীত ॥
নিজ সুখে সদা মগ্না বিষয় বাসনা।
স্বকাম সম্প্রিত স্বামী ভাবেতে ভজনা ॥
ধরয়ে পোষয়ে পালে নিজ সুখ লাগি।
শুদ্ধ চিত্ত নহে অনুরাগ কাম দাগি ॥
বিলাস বাসনা সদা চঞ্চল চরিত।
সৃষ্টিরূপা কাম লঞা ব্যবহার নিত ॥
বৈধ ধর্ম্ম স্বামী পত্নি ভাব অনুগত।
প্রত্যবায় ভয়ে হয় ভাব অনুরত ॥
শাস্ত্র শাসনানুগত ভাব প্রীত শূন্য।
প্রসন্নতা নহে তাতে যাথে নহে গণ্য ॥
সামঞ্জসা সাধারণী রতি ত্যজ্য হয়।
ব্যক্ত করি ভক্তগণ এই কথা কয় ॥
তবে সাধু সঙ্গে রতি শুদ্ধ যদি হয়।
সমরূপ গুণ নাম শুদ্ধ চিত্তে লয় ॥
সৃষ্টিরূপা কাম যায় বাসনা বিনাশে।
কৃষ্ণ নাম গুণ যশে সদাই বিলসে ॥
সম ভাব লাভ তার সাধু সঙ্গ করি।
সামঞ্জসা সাধারণী আপেক্ষিক ভারি ॥
ধরণী কহিছে লাভ বহু দুরাদুরে।
সিদ্ধাসিদ্ধ ভাব সেই অপেক্ষানুসারে ॥ ৪
রূপগুণ নামের পরশে মন শুদ্ধ।
সামঞ্জসা সামঞ্জসা মন্ত্রাশ্রয়ে মুগ্ধ ॥

সমরস শৃঙ্গার বিলাসে অনুমানি।
সামঞ্জসা সামঞ্জসা রতি এ বাখানি ॥
ভাবে ভাবে অনুগতি রসে রসে খেলা।
এ রতি বিলাসে প্রেম না হয় নির্ম্মলা ॥
রতি অনুগত প্রেম ভাব অনুরূপ।
রূপে গুণে নামে সাধি প্রেমের স্বরূপ ॥
ইথে সাধি ভাব রতি যদি হয় স্থাই।
সর্ব্বানন্দ ধাম প্রেম তাহা হৈতে পাই ॥
সামঞ্জসা সামঞ্জসা শুদ্ধ রতি নয়।
অতএব প্রসন্নতা ইথে নাহি হয় ॥
ক্ষীন জ্ঞানে ক্লীষ্ট মনে সুখে দুঃখ রহে।
সুখে দুঃখে মাখামাখি জ্ঞান শূন্য নহে ॥
জ্ঞান শূন্য নহে তাই অনুরাগে ক্ষীণ।
দুয়ে এক ভাব নহে তাহে কাম চিন্ ॥
সাধু গুরু কৃপা হয় কাম গন্ধ যায়।
ভক্তি রসে তুষ্ট রূপ পুষ্ট হয় তায় ॥
নিরন্তর নাম চিন্তামনি যদি ভজে।
ধরণী কহিছে পায় ব্রজে রসরাজে ॥ ৫ ॥
ভাবে মুগ্ধ মন যার সদা ঢল ঢল।
স্বামী গত প্রাণ পত্নি ভাব অচঞ্চল ॥
বাহ্য বাহ্যান্তরে নাই কপটের লেশ।
স্বভাব মোহিনী কান্তা ভাব সুষ্ঠু বেশ ॥
রূপে গুণে স্বামী মন মুগ্ধ করি বশি।
স্নিগ্ধ করি সদা যেন সারদীয় শশী ॥
পতি প্রাণ নিজ প্রাণ অধিকাই বাশে।
আয়ুশ্রী করিয়া ধরে নিজ শিরো দেশে ॥
পতিপ্রাণা কুলবতী সতী রতি নিষ্ঠ।
সামঞ্জসা সামর্থার লক্ষণ বিশিষ্ঠ ॥

সে রতি আশ্রয়ে ভাব রূপে রসে পুষে।
ভাবাশ্রয়া রতি রসে পতি প্রাণ তুষে ॥
ভাবাধিক্যে সামঞ্জসা সামর্থা গরবে।
পতি গতি জানি সদা মরে তার লোভে ॥
এ হেন রতন ধরি চিন্তামণি সেবে।
ভাব যোগ্য দেহ পেয়ে স্থিতি ব্রজ ভাবে ॥
ধরণী কহিছে যদি সেই এই হয়।
পরেশ লভিয়া সিদ্ধে পরেশ করয় ॥ ৬ ॥
সম অর্থ সমর্থ সে কাম হৈত হয়।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ মধ্যে কাম নয় ॥
মোক্ষ হৈতে যেই কাম সেই কাম এই।
ইহার সেবনে সতঃ সিদ্ধ অর্থ দেই ॥
প্রাপ্ত অর্থ পূর্ণ হৈলে সম ভাব কই।
পরিপূর্ণে অক্ষয় অবার অর্থ যেই ॥
হেন অর্থ আছে যার সেই সে সমর্থা।
কহিলে কহিল নহে বিষম এ কথা ॥
সে অর্থে উপজে বিন্দু রতি তারে কয়।
সামর্থা রতিতে কৃষ্ণ বশীভূত হয় ॥
সামর্থা রতির অনু আনন্দ আশ্রয়ে।
সাধারণ ভাবে তোষে আধার ধরিয়ে ॥
তাথে সামর্থার সাধারণী কহি তারে।
ভক্তে সুখ দেয় কৃষ্ণ এই রতি দ্বারে ॥
সামর্থার সাধারণী রতি ভাবে পূর্ণ।
সমান সমান সব রূপে রসে জীর্ণ ॥
নাম নামী দুয়ে এক স্বরূপ প্রকাশ।
সে প্রকাশ সনে হয় এ রতি বিলাস ॥
রতি রাগ সম্ভব অতি সে অনুপাম।
স্বরশনে রসোল্লাস ভাব পরিণাম ॥

রসাশ্রিত ধর্ম্মে করে ব্রজ উপাসনা।
কায় বাক্য মনে তার আত্ম সমর্পণা॥
তুমি আমি ভাব শূন্য সর্ব্বত্রই তুমি।
তোমা অনুগত ভাবে তোমার সে আমি॥
কৃষ্ণ নিষ্ঠ চিত্ত কৃষ্ণ ভিতর বাহিরে।
যেখানে যেখানে নেত্র সেথা কৃষ্ণ হেরে॥
রাধা ভাবে সামর্থার সাধারণী রতি।
ব্রজ বধুগণ সহ কৃষ্ণ সেবে নিতি॥
শ্রীব্রজ মণ্ডলে বাস নহ ব্রজ মাঝ।
রসিকিণী বটে নহ রসিকা সমাজ॥
ভাবে রতি রতি রসে শৃঙ্গারে সমর্থা।
কহিলে কহিল নয় এই মর্ম্ম ব্যথা॥
সঙ্কেতে ধরণী কহে বিশেষ আভাস।
নিতাই চরণ দুটি একমাত্র আশ॥ ৭॥
রসময়ী রসাত্মিকা পূর্ণভাব রসে।
রূপাবেশে ঢল ঢল কৃষ্ণ মন তোষে॥
চারি পাশে কান্তি মালা মধ্যে কালা চাঁদ।
লুকায় গোপিণী তাথে পিরীতের ফাঁদ॥
প্রেম ফাঁদে শ্যাম চাঁদে দৃঢ় বান্ধিয়াছে।
অধীন করিয়া সদা নিকটে রেখেছে॥
হেম ঘটে শ্যামরস রাখিয়ে গোপনে।
আস্বাদয়ে দুঁহে দুঁহা কেহ নাহি জানে॥
বিষয় আশ্রয় শ্যাম রস আস্বাদিতে।
হেম ধাম রূপ কাম আশ্রয় তাহাতে॥
ধরয়ে পোষয়ে পালে আস্বাদয়ে পুন।
আশ্চর্য্য ভাণ্ডার প্রেম বাড়ে অনুক্ষণ॥
কৃষ্ণময়ী কৃষ্ণ তার ভিতর বাহিরে।
যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে॥

হেন রতি সামর্থার সামঞ্জসা হয়।
রূপে রসে নিরূপম মাধুর্য্য আশ্রয়॥
রসিক শেখর কৃষ্ণ নিষ্ঠ চিত্ত তার।
কায় বাক্য মনে সদা কৃষ্ণ ব্যবহার॥
রূপাশ্রয়ে রাধাভাবে কৃষ্ণের সেবনা।
নিবিড় মমত্ব কৃষ্ণে আত্ম সমর্পণা॥
তুমি আমি ঘুচে আমি আমাতেই তুমি।
পরাণ বল্লভ তার কৃষ্ণ হয় স্বামী॥
রামে রমে মনোরমে সামর্থা শৃঙ্গারে।
কৃষ্ণ স্বামী ইথে সামঞ্জসা নাম ধরে॥
রসে রতি রূপে গতি কৃষ্ণ তুষ্ট করি।
সামর্থার সামঞ্জসা কৃষ্ণ মনোহারি॥
ধরণী কহিছে নিতাই চরণ ধরি।
এতেক কহিল আর কহিতে না পারি॥ ৮॥
তারুণ্য লাবণ্য সার কারুণ্য আধার।
ভাব রসে পরিপূর্ণ রূপের পাথার॥
আদ্যান্ত শৃঙ্গার রসে ছানি ভাব সিন্ধু।
তাহাতে উপজে যৈছে তারুণ্যের বিন্দু॥
নিবিড় শৃঙ্গার রসে পুষ্ট সেই বিন্দু।
দরশে পরশে বাড়ে আনন্দের সিন্ধু॥
আনন্দে লাবণ্য পুষ্ট বাড়ে অনিবার।
বাড়িয়া অবধি নাই অথল পাথার॥
সে পাথারে মিশি পুন ভাব সিন্ধু বাড়ে।
তাহাতে পরশ হয় কারুণ্যের ধারে॥
তাথে ভাব সিন্ধু পুন লাবণ্যে মিশায়।
লাবণ্য সায়র তাহে উছলিয়া ধায়॥
রূপে রূপ তুষ্ট পুষ্ট কারুণ্য পাথার।
আউটি মারিয়া হয় কারুণ্য আধার॥

কৃষ্ণ প্রাপ্তের উপায় বহুবিধ হয়।
কৃষ্ণ প্রাপ্তের তারতম্য বহুত আছয়॥
কিন্তু যার সেই রস সেই সর্ব্বোত্তম।
তটস্থ হঞা বিচারিলে আছেত তরতম॥ ৩২

রসামৃতে। যথোত্তর মসৌ স্বাদু বিশেষোল্লাস ময্যপি।
রতির্ব্বাশনয়া স্বাদ্বী ভাসতে কাপি কস্যচিৎ॥ ১৯

কস্যচিৎ গোপীজনস্য, শ্রীরাধিকাখ্যস্য অসৌ কাপি, অনির্ব্বচনীয়া রতি, সামর্থারূপ, বাসনয়া প্রেম, প্রণয়, স্নেহ, মান, রাগ, অনুরাগ, মহাভাবতয়া, স্বাদী, স্বাদযুক্তা ভাসতে দেদীপ্যতে, সর্ব্বোৎকার্ষণ বর্ত্ততে। যথা উত্তরং উত্তরং উত্তরং, যথাসাওথা স্বাদুবিশেষাৎ, স্বাদাতিরিক্তাৎ, উল্লাসময়ী মাদন,

---

করুণ্য আধারে ভাব রস পরিপূর্ণ।
রূপের পাথার ধার কারুণ্য সে ধন্য॥
হেন রতি সনে কতি উপমা না পাই।
একলি উপমা তারে যুথেশ্বরী রাই॥
সামর্থা সামর্থা রতি সহ তার গণ।
গনইতে আর পাই এক মহাজন॥
রসরাজ মহা ভাব দুয়ে এক রূপ।
সামর্থা সামর্থা রতি ভুবনে অনুপ॥
বিষয় আশ্রয় ইথে আশ্রয় বিষয়।
কৃষ্ণেরে করয়ে রাধা রাধা কৃষ্ণ হয়॥
সগণ গৌরাঙ্গ পদে ডুবাইয়ে মন।
কহিছে ধরণী ধরি নিতাই চরণ॥ ৯॥

সখ্য বাৎসল্য বধুর এই ত্রিবিধ অন্তরঙ্গ সাধন, অতএব মহাপ্রভু "ইহা উত্তম" এইরূপ উক্তি করিয়াছেন। রামানন্দ সর্ব্বশেষে "কান্তা প্রেম সর্ব্ব সাধ্য সার" এইরূপ বলিলে পর মহাপ্রভু কোনও কথাই কহেন নাই। ইহাতে এই বাক্য তাঁহার মর্ম্ম স্পর্শ করিয়াছে ইহাই সূচিত হইয়াছে॥ ২২॥

মদন, মোহনময়ী অপি নিশ্চয়ার্থে, শ্রীব্রজেতু শ্রীরাধিকায় মেষাংরতি নান্যে-ষামিতিধ্বনিতং। ১৯

কাব্যমঞ্জরী। প্রশ্নোত্তরে দোঁহে দুঁহ জানি অধিকার।
উক্তি দ্বারে কহে রায় সিদ্ধান্তের সার॥
দাস্য সখ্য বাৎসল্য শৃঙ্গার ভাব চারি।
স্থায়ীরতি ভেদে রস এ চার বিচার॥
রতি গাঢ় হৈলে প্রেম এই সাধ্য সীমা।
নির্ম্মল চিত্তেতে উপজায় যবে প্রেমা॥
প্রেমগাঢ় হৈলে হয় স্নেহ মান প্রণয়।
প্রণয় পরে রাগ অনুরাগ ভাব হয়॥
ভাবের সমগ্র আর রাগের বিস্তার।
একত্রে বিলাস মহাভাব আখ্যাতার॥
তটস্থ কহি নিকটস্থ ভাবের হইলে।
করিলে আস্বাদ রস তর তম মিলে॥ ২৩

আনন্দ জন্য মহাপ্রভুর আগ্রহাতিশয্য দর্শনে রামানন্দ ভাব জানিয়া আপনা আপনিই কহিতে লাগিলেন। ইহার পর আর মহাপ্রভু প্রশ্ন করেন নাই।

রসে চিৎকণ তাহে কাম রসময়।
রতির বাসনা হৈতে স্বাদ যুক্ত হয়॥
উত্তর উত্তর স্বাদে রসোল্লাস হয়।
বিশেষ উল্লাসে তারে মাদন সে কয়॥
মাদন আস্বাদে হয় মদন উল্লাস।
তত্তৎ আস্বাদে সে মোহন স্বপ্রকাশ॥

মোহনীয়া রূপ রতি সামর্থা ধরয়ে।
গোবিন্দ মোহিনী রাধা একমাত্র হয়ে॥
তাহা হৈতে তার গণ আনে অসম্ভব।
ধরণী নিতাই সঙ্গে করে অনুভব॥ ১ ॥
কাম পঞ্চ প্রেম পঞ্চ ভাব দ্বিধাকার।
কাম পঞ্চ সাধনেতে রতির প্রচার॥
উদিত সে রতি কাম রসে পোষে পালে।
ধরিয়া পুষিলে গাঢ় হয় সাম্যকালে।
উদয়েতে আদ্য রতি শৃঙ্গার আখ্যান।
উদয় আরম্ভে বাৎসল্য রতি নাম॥
পূর্ণোদয়ে সখ্য রতি চাঞ্চল্য প্রচুর।
প্রাগ সাম্যে দাস্য রতি রতি রস পুর॥
সাম্যে শান্ত রতি অন্তে তার প্রেম নাম।
রতির গাঢ়ত্ব লাগি প্রেম অনুপাম।
প্রেম পঞ্চ ভজি পুন ভাব পঞ্চ হয়।
সেই পঞ্চ স্থায়ী ভাব শাস্ত্রকার কয়॥
স্থায়ী ভাবে প্রেম রস সামগ্রীমিলনে।
কৃষ্ণ ভক্তি স্বরূপে সে পায় পরিণামে॥
ইথে কৃষ্ণ রতি পুন দুই বিধ হয়।
ঐশ্বর্য্য জ্ঞান মিশ্রা কেবলা ভেদ কয়॥
কেবলার শুদ্ধ প্রেমে ঐশ্বর্য্য না জানে।
ঐশ্বর্য্য দেখিলে নিজ সম্বন্ধনা মানে॥
তাথে শান্ত রসে স্বরূপ বুদ্ধি হয়।
কৃষ্ণে এক নিষ্ঠ ভাব পরাধর্ম্মময়॥
দাস্যে প্রভু শক্তি দেখি সেবা করে দৃঢ়।
কৃষ্ণ মোর প্রভু ত্রাতা এই ভবে দড়॥
সাক্ষাৎ পাইয়ে প্রভু সর তারে দিয়ে।
তাহার সেবন করে তাহারি হইয়ে॥

সখ্যে সে বিশ্বাসময় নাহি ভিন্না ভিন।
কৃষ্ণ সে জীবন যেন জলে থাকে মীন॥
মমতা অধিক কৃষ্ণে আত্ম সম জ্ঞান।
অতএব সখ্য রসে বশ ভগবান॥
বাৎসল্যে পালে পোষে সেবা করে পুনঃ।
পাল্য ভাবে কৃষ্ণে করে তাড়ন ভর্ৎসন॥
মধুর ভাবে কৃষ্ণ নিষ্ঠা সেবা অতিশয়।
কান্ত ভাবে নিজ অঙ্গ অর্পণ করয়॥
অঙ্গ দিয়া প্রেম সেবা করে নিরন্তর।
অতএব মধুরেতে ভাব সমাহার॥
সমাহৃত ভাবে প্রেমা বাড়ে অনুক্ষণ।
জাম্বনদ হেম প্রেম বিশুদ্ধ লক্ষণ॥
সেই প্রেম দ্বারা পরিচর্য্যা সেবা করে।
আদরেতে স্নেহ মান প্রণয় নাম ধরে॥
ক্রমে বাড়ি রাগ অনুরাগ ভাব হয়।
মহাভাব স্বরূপেতে রাধিকা আশ্রয়॥
রূপে রসে প্রেমে ডগমগি মহা ভাব।
সর্ব্ব মাধুর্য্যের সার মাধুরীতে লাভ॥
ধরণী কহিছে ইথে নাহিক উপমা।
একমাত্র নদে পুরে গোরা কাঁচাসোনা॥

কোন কোন গ্রন্থে "যার যেই ভাব" ও কোন কোন গ্রন্থে "যার যেই রস" এইরূপ পাঠ আছে। কিন্তু যখন রসেই ভাবের পুষ্টি ও ভাবোল্লাস হয় এবং রস দ্বারাই ভাব আস্বাদ্য তখন "যার যেই ভাব" এই পাঠই সুষ্ঠু বলিয়া বোধ হয়। শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য ও কান্ত ভাব, শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য ও মধুর রসাশ্রয়ে আস্বাদন হইয়া থাকে। শান্ত রসে স্বরূপ বুদ্ধির উদয়ে কৃষ্ণে একনিষ্ঠতা হয় ও তাহাতে কৃষ্ণ নিষ্ঠা ও তৃষ্ণা ত্যাগ এই দুই গুণ বর্ত্তমান, অতএব শান্ত রসে শান্ত ভাব আস্বাদন করিতে করিতে পরবর্ত্তী দাস্য রসে

পূর্ব্ব পূর্ব্ব রসের গুণ পর পরে হয়।
এক দুই গননে পঞ্চ পর্য্যন্ত বাড়য়॥
গুণাধিক্যে স্বাদাধিক্য বাড়ে প্রতি রসে।
শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্যের গুণ মধুরেতে বৈসে॥
আকাশাদির গুণ যেন পর পরভূতে।
এক দুই গননে বাড়ে পঞ্চ পৃথিবীতে॥
পরিপূর্ণ কৃষ্ণপ্রাপ্তি এই প্রেমা হৈতে।
এই প্রেমার বশ কৃষ্ণ কহে ভাগবতে॥ ২৪

ভাগবতে। ময়ি ভক্তি হি ভূতানাং অমৃত ত্বায় কল্পতে।
দৃষ্টা যদাসিৎ মৎ স্নেহ ভবতি নাং মদাপনঃ॥ ২০

ভূতানাং ময়ি বিষয়ে ভক্তিং হি নিশ্চিতং অমৃত ত্বায় কল্পতে। ভবতি নাং যৎ প্রেম মৎ স্নেহ মদাপনঃ ভাবেন দৃষ্টা আসিৎ। মদাপনঃ, মম আপনঃ, অন্তরঙ্গা আত্মা। ২০

গুণাধিক্য বশতঃ রসান্তরা বেশ হয় বলিয়া দাস্য রসের আস্বাদ্য দাস্য ভাবের নিকটস্থতা জন্য তাহার সেবন গুণে আকর্ষিত হইয়া দাস্য রসে দাস্য ভাব আস্বাদিত হয়। কিন্তু যে কাল ব্যাপিয়া কেবল শান্ত রসে শান্তভাব আস্বাদন করা হয় সেই কালে সেই শান্ত ভাবই শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে হয় এবং এইরূপ মনে না হইলে এক রস দ্বারা এক ভাব সম্পূর্ণ আস্বাদন হইতে পারিত না। এইরূপে সখ্য রসের অসঙ্কোচ গুণে দাস্য রস হইতে; বাৎসল্য রসের মমতা ধিক্যগুণে, সখ্য রস হইতে, এবং মধুর রসের নিজঙ্গ দানে সেবন গুণাধিক্যে বাৎসল্য রস হইতে, আকর্ষিত হইয়া সখ্য, বাৎসল্য ও কান্তভাব আস্বাদিত হয় ও উত্তরোত্তর স্বাদাধিক্য ও অনুভূত হয়। অতএব রস রতি ভেদে ভাবের তটস্থ হইয়া বিচার করিলে আস্বাদের তরতম পরিলক্ষিত হয়। ২৩

কাব্যমঞ্জরী। আকাশ বায়ু অগ্নি জল ক্ষিতি পঞ্চ ভুতে।
শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ গুণ তাথে॥
ক্রমে ক্রমে বাড়ি পাঁচ ক্ষিতিতে মিলয়।
বিভূত্ব পাইয়া পুন বৃদ্ধি নাহি হয়॥
তৈছে ভাব পঞ্চ মিলি মধুর নাম ধরে।
স্নেহের জনক সেই ভয় যায় দুরে॥
স্নেহের ভজনে কৃষ্ণ দেয় আপনাকে।
কৃষ্ণ প্রাপ্তির উপায় এই দেখাইল লোকে॥
দেখাইল সীমা এই সাধ্যের নির্ণয়।
ইহা হৈতে রাধা প্রেম সর্ব্বাধিক হয়॥
প্রণয় অনুরাগে ভাব হয় নব নব।
অপরিমিত অলৌকিক সব অসম্ভব॥
তার অনুরূপ কৃষ্ণ না পারে সাধিতে।
অতএব ঋণি হয় কহে ভাগবতে॥ ২৪

"ময়ি ভক্তি র্হি" ইত্যাদি এই শ্লোকের উল্লেখ করিয়া চরিতামৃতের মধ্য লীলার ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে "এই শ্লোক শুনি রাধা, খণ্ডিল সকল বাধা, কৃষ্ণ প্রাপ্তি প্রতীত হইল।" এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে আর এখানে "পরিপূর্ণ কৃষ্ণ প্রাপ্তি হয় ইহা হৈতে। এই প্রেমের বশ কৃষ্ণ কহে ভাগবতে॥" এইরূপ কথিত আছে। ভাব রস ভেদে তরতমে কৃষ্ণপ্রাপ্তির কথা বলিয়া এখন পরিপূর্ণ কৃষ্ণ প্রাপ্তির কথা বলা হইল। পরিপূর্ণে আর তর তম নাই ইহাই বুঝিতে হইবে অন্যথা পরিপূর্ণ বলা যাইতে পারে না। কৃষ্ণের নিত্য পরিপূর্ণত্বই সহজ। তবে যে প্রাপ্তির তারতম্য সে কেবল প্রাপকের ভাবরসের তারতম্য মাত্র। সাধ্য প্রেমের রীতিই এইরূপ অতএব বৈচিত্র দর্শন হইয়া থাকে। তবে সহজ দৃষ্টিতে সহজ দর্শনই হয়। অতএব এই প্রেমা হইতে পরিপূর্ণ

কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা দৃঢ় সর্ব্বকাল আছে।
যেযেছে ভজে কৃষ্ণ তারে ভমে তৈছে ॥
এই প্রেমার অনুরূপ না পারে ভজিতে।
অতএব ঋণি হয় কহে ভাগবতে ॥ ২৫

ভাগবতে। ন পারয়ে হহং নিরবদ্য সংযুজাং
স্বসাধু কৃত্যং বিবুধাযুষাপিবঃ।
যামা ভজন্ দুর্জ্জর গেহ শৃঙ্খলাঃ
সংবৃশ্চাতদ্বঃ প্রতি যাতু সাধুনাঃ ॥ ২১

কৃষ্ণপ্রাপ্তি এইরূপ উল্লেখ আছে। প্রেমই সাধ্যবস্তু যাহা দ্বারা তরতমে কৃষ্ণ প্রাপ্তি হয়। এখন চরমে যে প্রেমের উল্লেখ হইল ইহা কোন প্রেম? এবং তাহা সাধ্য না রাধ্য?

কৃষ্ণ রতি তার আদ্যন্ত নাই।
সহজ ভাবেতে সদাই স্থাই ॥
ছাড়িয়া তাহার ঐশ্বর্য্য ভাগ।
কেবলা ধরিয়া উপজে রাগ ॥
সে রাগ পূর্ব্ব যে প্রেম হয়।
পূর্ব্বারাগ প্রেম জানিয়ে তায় ॥
পরিপূর্ণ কৃষ্ণ ইহাতে পাই।
এ প্রেমে গরজ নাহিক ভাই ॥
তাথে কৃষ্ণ বশ আপনি হয়।
অদ্ভূত মহিমা এ প্রেমে কয় ॥
তাহে কৃষ্ণ ভজে গোপীণি সব।
রাধা রতি তাঁহে মিশায়ে লব ॥
অতেব সাধ্যের অবধি এই।
ইহা পরে বাধ্য জানিবে সেই ॥
ধরণী ধরিয়া লভহ প্রেম।
যৈছে জাম্বনদ কষিল হেম ॥ ২৪

শ্রীমুখেনৈব উক্তং। হে গোপ্য যায়ং শৃনুতঃ। নিরবদ্য সংযুজাং, নিরন্তর সংযোগ যাসাং, বো যুষ্মাকং বিবুধাযুষাপি, চিরকালেনাপি, স্বসাধুকৃত্যং, স্বকীয়ং প্রত্যুপকার কর্ত্তুং, নপারযে হহং, নশক্নোম্যহং। যাংভবত্যঃ গোপ্যঃ দুর্জ্জরা অজরয়াঃ গেহশৃঙ্খলাং লোহময় পাশময়াং সংবৃশ্চ্য, নিঃশেষং ছিত্বা ছেদনংকৃত্বা আভজন তৎতস্মাৎ বোযুষ্মাকং সাধুনা, সাধুকৃতেণ সৌশিল্যেনৈব, প্রতিয়াতু প্রতিকৃতং অনৃন্যং ঋণদায়স্ত ভবত। নতু মৎকৃত প্রত্যুপ করনৈব ইতি ধ্বনিতং। ২১ ॥

কাব্যমঞ্জরী। অনুরাগ সহ প্রেমে ঐছে ধরে বল।
সে মাধুর্য্যামৃতে কৃষ্ণে করয়ে চঞ্চল ॥
মান বাভিমানে বিধাতার আয়ু চাহে।
বিস্ময়ে গোপীর ভাব অদ্ভূত কহে ॥
এই হেতু অনুরূপ ভজিতে না পারে।
রাধিকানুরাগ যাবৎ না হয় অন্তরে ॥
মাধুর্য্য না বাড়ে কভু অনুরাগ বিনে।
মনি শোভা পায় যেন বান্ধিলে কাঞ্চনে ॥ ২৫

নিপট্ট মানবী ভাব কৃষ্ণে স্থায়ী নাই ॥
হয় যায় ঈশ্বরত্ব গন্ধ তাহে পাই ॥
লুকাইতে চাহে নারে লুকাতে আপনা।
গোপী শুদ্ধ ভাবে গুপ্ত ভাব যায় জানা ॥
অতএব শুদ্ধ নহে চাহে সুধিবারে।
বিষয় প্রবাহ তাহে সদা বাদ করে ॥
স্বসাধু কৃত্যের লাগি কৃষ্ণের প্রয়াস।
সুধিয়া সুধিতে চাহে নাহি পুরে আশ ॥
সুশুদ্ধ গোপীর ভাবে লোভ হয় মনে।
মাধুর্য্য আস্বাদ নহে গোপী ভাব বিনে ॥

যদ্যপি কৃষ্ণ সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যের ধুর্য্য।
ব্রজ দেবী সঙ্গে তার বাড়য়ে মাধুর্য্য ॥ ২৬

ভাগবতে। তত্রাতি শুশুভে তাভি র্ভগবান দেবকীসুতঃ।
মধ্যে মণিনাং হৈমাণাং মহামার কতো যথা ॥ ২২ ॥

তত্র রাস মণ্ডলে ভগবান দেবকীসুতঃ যশোদানন্দন গোপীভির্সহ সমং অতি শুশুভে মহা শোভাবান ভবতি ইত্যর্থঃ। যথা হৈমানাং মণিনাং মধ্যে মহা মারকতঃ, হেম ক্লিপ্ত বিদ্যুৎ মনিনাং মধ্যে মহেন্দ্রলীল মণি স্তদ্বদিতর্থঃ ॥ ২২ ॥

কাব্যমঞ্জরী। অনুরাগ পরে ভাব মহা ভাব নাম।
তাহা শুনিবারে প্রভুর বাড়ে মন কাম ॥ ২৬

গোপী ভাবে ঈশ্বরত্ব গন্ধ দূর করে।
নিপট্ট মানুষ হয় অনুরাগ ধরে ॥
যাহা ধরি গোপী কাটে গৃহের শৃঙ্গলা।
দুর্জ্জরা সে পতি পত্নি ভাব মনে মেলা ॥
যাহা ধরি ভজে কৃষ্ণ নাহি কোন আশ।
সুখ রূপী কৃষ্ণে দিতে সুখের নির্যাশ ॥
বিষয়ে বিষয় যোগ বিষয় বাড়ে তাতে।
বিষয় আস্বাদে কৃষ্ণ মন সুখে মাতে ॥
গোপী ভাব বিনা নহে তাহা নিবারণ।
মানে অভিমানে গোপী করয়ে শোধন ॥
নিজ ভাব নিল গোপী নাহি প্রতি আশ।
শুদ্ধমাত্র পুরাবারে কৃষ্ণ অভিলাষ ॥
অতএব অনুরূপ ভজিবারে নারে।
ঋণি হৈনু বলে কৃষ্ণ গোপী ভাব তরে ॥

ধরণী কহিছে ঋণ সুধিবারে গোরা।
রাধা অনুরাগে হৈল যেন খেপাপারা ॥ ২৫
কৃষ্ণ সে সুন্দর রূপে গুণেতে মধুর।
রূপে গুণে ব্রজ দেবী অতি সুমধুর ॥
রূপে গুণে মাখা মাখি ভাব চমৎকার।
সে ভাবে কৃষ্ণ মাধুরী বাড়য়ে অপার ॥
অতএব গোপী ভাব সদা সঙ্গ করে।
ভাবিনীগণের সঙ্গ শ্রীরাস বিহারে ॥
আদ্য রাসে দেবকী তনুজ ভগবান।
গোপী সঙ্গে ভাব রঙ্গে শোধে আপ্তকাম ॥
যোগ মায়া প্রভাবে সে এ রাস বিলাস।
যাথে স্বাত্ম রত কৃষ্ণ হন স্বপ্রকাশ ॥
হেম মণি মারকতে জড়াজড়ি ভাব।
মধ্যগত মারকতে সুশোভা বিভাব ॥
আপ্ত কাম অনুভাবে বাড়য়ে মাধুর্য্য।
যশোদা নন্দন কৃষ্ণ মাধুর্য্যের ধুর্য্য ॥
হেম ক্লীপ্ত বিদ্যুন্মণি মাঝে ইন্দ্রনীল।
লীলাময় কৃষ্ণ তেন দেখয়ে অখিল।
আদ্য রাসে ভাব রসে প্রেমের বিলাস।
আনন্দ হিয়ায় কহে এ ধরণী দাস ॥ ২৬

যিনি দেবকীসুত তিনিই যশোদানন্দন এবং শ্রীরাসমণ্ডলে গোপীগণসহ বিহারে তাহারই শোভা বৃদ্ধি হইয়াছিল।

যশোদানন্দন কৃষ্ণ সহজেই মাধুর্য্যের ধুর্য্য কিন্তু ব্রজদেবীগণসহ মাধুর্য্য বৃদ্ধি হওয়ায় তাহার আর অনোর্দ্ধ সমান থাকিত না। অর্থাৎ সর্ব্বোৎকর্ষতা প্রাপ্ত হইত।

প্রভু কহে এই সাধ্যা বধি সুনিশ্চয়।
কৃপা করি কহ যদি আগে কিছু হয়॥
রায় কহে ইহার আগে পূছে হেন জনে।
এত দিন নাহি দেখি আছয়ে ভুবনে॥
ইহার মধ্যে রাধার প্রেম সাধ্য শিরোমণি।
যাহার মহিমা সর্ব্ব শাস্ত্রেতে বাখানি॥ ২

পদ্ম পুরাণে। যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণু স্তস্যাকুণ্ডং প্রিয়ং তথা।
সর্ব্ব গোপাষু সৈবৈকা বিষ্ণু রত্যন্ত বল্লাভা॥ ২৩॥

যথা যেন প্রকারেণ বিষ্ণোঃ শ্রীনন্দনন্দনস্য প্রিয়া প্রাণাধিকা রাধিকৈব, তথাতস্যা রাধায়া প্রিয়ং কুণ্ডমেব। একা সা রাধিকা সর্ব্বেষু গোপীসু মধ্যে শ্রীবিষ্ণু শ্রীনন্দনন্দনস্য অত্যন্ত বল্লভা সর্ব্বোত্তমা প্রেয়সীত্যর্থঃ। মাহাভাব স্বরূপত্বে পরোঢ়ত্বাৎ চ অতিশয়েণ প্রিয়তমে ত্যর্থঃ। অত্র বিষ্ণু শব্দান্য সামান্যতো বৃত্তি যশোদা স্তনন্ধয়ঃ ইতি রূঢ়িতি॥ ২৩॥

ভাগবতে। আনয়া রাধিতো নূং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতোয়া মনয় দ্রহঃ॥ ২৪॥

ক্বচিদ্গোপী গোপীভ্যঃ কথয়তি হে গোপ্যঃ ভগবান্ হরিরস্মান্ মনোহরঃ। ঈশ্বরঃ অস্মদ্বাঞ্ছনায় রমণো নন্দকুমারঃ। নূনং নিশ্চিতং। অনয়া গোপ্যা

কাব্যমঞ্জরী। উভয়ে উভয় মন জানে প্রশ্নোত্তরে।
এ প্রশ্নে রায়ের মনে লাগে চমৎকারে॥
প্রভু যেই প্রশ্ন কৈল লোকে নাহি মানে।
সংযোগে সমগ্র রস তাই সবে জানে॥
যাহার অন্তরে হয় রাধিকার ভাব।
বিয়োগে সংযোগ তার সহজ স্বভাব॥

বৃষভানুজয়া রাধয়া আরাধিতঃ বশীকৃতঃ ইত্যর্থঃ। যস্মাৎ নোঽস্মান্ গোপ রমণী সমূহান্ নিশিরাত্রৌ কান্তারে বিহায় ত্যাগং কৃত্বা প্রীতঃ প্রীতিমানসন্ যাং গোপীং বৃষভানুজাং অনয়ৎ নির্জ্জন স্থানে রহঃ প্রাপ্তবান্ ইত্যর্থঃ। ২৪॥

ইন্দ্রিয়ের গ্রহ এক অতীন্দ্রিয় আর।
লিখিয়ে কিঞ্চিৎ তার শুনহ বিচার॥
নায়িকা ত্রিবিধ এই কহয়ে সকলে।
অপ্রাকৃত রস ইহা হইতে বিরলে॥
তার মধ্যে অতীন্দ্রিয় পরম বিরল।
পরাকষ্ঠা অনুরাগে করে ঝলমল॥
আপন স্বভাব সর্ব্বেন্দ্রিয় করে ত্যাগ।
কৃষ্ণময় জগ দেখে জগতে বৈরাগ॥
বিপ্রলম্ভ রসে করে সম্ভোগ আস্বাদ।
সম্ভোগেতে বিপ্রলম্ভ বিরহ উন্মাদ॥
অপ্রাকৃত পরাকষ্ঠা এই ভাব সার।
কৃষ্ণের বল্লভা ইথে তার পরিবার॥
শুনি প্রভু বিতর্কে কহয়ে অন্য ভাষ।
যাহার শ্রবণে রায়ের অধিক উল্লাস॥ ২৭

বৃত্তি বল আদি সকল ছাড়ি। শ্রীযশোদা স্তনন্ধয় যে হেরি॥
শ্রীনন্দনন্দন বিষ্ণু সে হয়। ইহা ছাড়া আর কিছু সে নয়॥
বিষ্ণুপ্রিয়া কৃষ্ণ বল্লভা রাধা। রাধা প্রিয়া রাধা কুণ্ড সে সাধা॥
সর্ব্ব গোপী সেবা করয়ে তার। মহা ভাবিনীর স্বরূপ সার॥
পরোঢ়া নির্ম্মল রাগের খনি। অতি প্রিয় করি পরাণে গনি॥
শ্রীনন্দনন্দন বিষ্ণু বল্লভা হয়। প্রিয়া হৈতে প্রিয়ার সরসী কয়॥
ধরণী মাঝারে কুণ্ড সে সার। অপার মহিমা নাহিক পার॥

শ্রুতি কন্যাগণ প্রভৃতি যাহারা কাম পরবশ হইয়া গোপী আনুগত্যে গোপীত্ব প্রাপ্ত হন তাঁহারা গোপীমণ্ডল সমূহের বহির্মণ্ডলে অবস্থিতি কালে, রাসে কৃষ্ণান্তর্ধানে, পরবর্ত্তী গোপীমণ্ডলের কোনও গোপীকে কহিয়াছেন 'হে গোপী, ভগবান, আমাদের মনোহারি হরি, আমরা কামানুগা, আমাদের বশী ঈশ্বর—তাঁহার রূপৈশ্বর্য্যে মুগ্ধতা হেতু আমরা বাঞ্ছা পরবশ হওয়ায়, তিনি আমাদের রমণ রূপে নন্দকুমার—অর্থাৎ রমণ জন্য যে আনন্দ তাহাতে যাহার উৎপত্তি সেই বস্তু রূপই হইয়াছেন। কিন্তু হায়! আমরা গোপরমণী তিনি গোপীরমন হইয়াও এমন নিশায় আমাদিগকে কান্তারে ত্যাগ করিয়া, ঐ গোপী, যাহার শ্রেষ্ঠ রূপ—ভক্ত্যাদিগুণে স্বপ্রকাশ হইয়া তাহাতে অর্থাৎ তদ্রূপ স্বপ্রকাশ রূপে পুর নির্ম্মাণ করত সেই পুরে জন্মগ্রহণ করিয়া, রাধ্য ভক্তি দ্বারা গোপীরমণকে বশীভূত করিয়াছে। আর গোপীনাথ ও সেই প্রেমারাধনপরা গোপী রাধিকাকে রহস্যের রহস্যে লইয়া লুকাইলেন। ইহার তাৎপর্য্য তরল অনুরাগ ছড়াইয়া থাকে গাঢ় অনুরাগ একমাত্র রহস্য স্থানে আবদ্ধ হয়।

এখন প্রেমিকে প্রেমিকে পরিচয় আরম্ভ হইল, অতএব রামানন্দ রায় ও মহাপ্রভূ উভয়ে উভয়কে সম্যক বুঝিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভূ নিদ্ধারার্থে "এই সাধ্যাবধি সুনিশ্চয়" অর্থাৎ এই বস্তুই সুনিশ্চয় অতএব সাধ্যাবধি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া প্রশ্নচ্ছলে 'ইহার আগে আর কিছু আছে কিনা কৃপা করিয়া বল এইরূপ কহিয়াছেন। কৃপা শব্দ প্রয়োগে দৈন্য ও আরও আগে যাহা আছে তাহা আমার অবিদিত নাই আমার নিকট প্রকাশ করিতে কৃপণতা করিও না ইহাই শ্লেষে সূচিত হইল। এই সাধ্যাবধি প্রেমার আগে যে বার্ত্তা তাহা সুধাইবার পাত্র জগতে আছে এতদিন তাহা আমি (রামানন্দ রায়) জানিতাম না। তুমি প্রবর্ত্তক রূপে সেই পাত্র বর্ত্তমান দেখিয়া আর বলিতে অপেক্ষা কি করিব। ইহা রামানন্দ মুখে বলিলেন বটে কিন্তু সেই পাত্র বস্তুতঃ বর্ত্তমান কি না স্থির নিদ্ধার জানিবার জন্য কথঞ্চিত সঙ্কোচে কহিলেন,

"ইহার মধ্যে রাধার প্রেম সাধ্য শিরোমণি।
যাহার মহিমা সর্ব্ব শাস্ত্রেতে বাখানি॥"

শাস্ত্রে যাহা বিদিত সেই রাধাপ্রেম সাধ্যশিরোমণি বলিয়া অবিদিত রাধ্য রাধা প্রেমকে গোপন করিলেন।

প্রেমে পরিমাণ নাই নাহি লৌকীকতা।
শঙ্কা যোগ নাহি তাথে অনুরাগ যথা॥
শ্রবণে নয়নে মনে জানিবারে নারে।
বাহ্য বস্তু নহে সেহ বুদ্ধি অগোচরে॥
শুদ্ধ বুদ্ধি যার তার রতি বুদ্ধি হয়।
অনুভবে বস্তু জানি অন্তরে রাখয়॥
প্রণয়ের পার রাগ অনুরাগ নাম।
প্রেম অনুরাগে গোপী শুদ্ধ প্রেমধাম॥
আদ্য সে শৃঙ্গার রস রাসে পরচার।
সারদীয় রাসে হয় প্রবর্ত্ত শৃঙ্গার॥
পরকীয়া রস দেখ হয় তার পার।
ব্রজবিনু অন্যত্র না দেখি কোথা আর॥
ব্রহ্ম হৈতে জগৎ সর্ব্ব মায়ার প্রকাশ।
মায়িক জগতে কোথা কৃষ্ণের বিলাস॥
ব্রহ্ম পরে তার পরে নন্দের দুলাল।
ব্রজ রমণী চিত্তে যেন সে গুলাল॥
দুলাল গুলাল মিলি প্রেমের শৃঙ্গার।
যাহাতে পরম রস পরকীয়া সার॥
আত্মায় প্রচার হয় পরকীয়া দ্বারে।
পরকীয়া রস বস্তু আত্মায় সঞ্চারে॥
সঞ্চারে প্রকট আত্মা জগতে বিলাস।
জগৎ সে ব্রজ হয় তাহার পরশে॥
অতএব ব্রজ বিনু অন্যত্র নহে বাস।
প্রেমের লহরী কহে এ ধরণী দাস॥

উল্‌টা কথা কহিয়া ভ্রমে ফেলিবার মানসে পক্ষান্তরকে বুঝিবার যে চেষ্টা তাহাকে বিতর্ক বলে।

প্রভু কহে আগে কহ শুনিতে পাই সুখে।
অপূর্ব্বামৃত নদী বহে তোমার মুখে ॥
চুরি করি রাধা নিল গোপীগণ ডরে।
অন্যাপেক্ষা হৈলে প্রেমের গাঢ় তানাস্ফুরে ॥
রাধা লাগি গোপী যদি সাক্ষাৎ করে ত্যাগ।
তবে জানি রাধায় কৃষ্ণের গাঢ় অনুরাগ ॥ ২৮

কাব্যমঞ্জরী। যদ্যপি রাধা কৃষ্ণের পরম প্রেয়সী।
চুরি করি লৈল কেন অন্যে ভয় বাসি ॥
বিনা অপিক্ষায় গোপী ত্যজিলে সাক্ষাৎ।
গাঢ় অনুরাগ তবে হইত বিখ্যাৎ ॥
সমতায় দুই মন সুখ পরে প্রীত।
তবে কৃষ্ণে দেখি কেন কপট চরিত ॥
শুনিয়ে রায়ের মনে পরম উল্লাস।
করয়ে সিদ্ধান্ত যাহে বিতর্ক বিনাশ ॥ ১৮

"প্রভু কহে" অবধি "গাঢ় অনুরাগ" পর্য্যন্ত মহাপ্রভু রামানন্দ রায়কে বিতর্কে কহিয়াছিলেন। জানিয়া আস্বাদন জন্য যে সুখ তাহাই প্রকৃত সুখ, আর অজানত আপনা হইতে উৎপন্ন সুখ সুখই নহে কারণ তাহা পুনরায় অজ্ঞাতসারে দুঃখে মিলাইয়া যায়। অতএব মহাপ্রভু কহিলেন, হে রামানন্দ তোমার বাক্যরূপ রসের নদীতে অপূর্ব্ব অমৃতপ্রবাহিনী উত্তর উত্তর প্রবাহিত করিয়া সুখ দাও। ইত্যাকার প্রশ্নে যে আদ্য রসের উল্লেখ করিয়া প্রশ্ন করা হইয়াছে ইহাই পরিলক্ষিত হয় আর এই প্রশ্নান্তর্গত যাহা তাহা সমস্ত আমি জানি এই সঙ্কেত করিয়া আরও আগে বলিতে কহিয়াছেন।

সারদীয় রাসে কৃষ্ণ রাধা চুরি করে।
সাক্ষাৎ না নিল তারে গোপীগণ ডরে ॥

রায় কহে তাঁহা শুন প্রেমের মহিমা।
ত্রিজগতে রাধা প্রেমার নাহিক উপমা॥
গোপীগণের রাস নৃত্যমণ্ডলী ছাড়িয়া।
রাধা চাহি বনে ফিরে বিলাপ করিয়া॥ ২৯

গীতগোবিন্দে। কংসারি রপি সংসার বাসনা বদ্ধ শৃংখলাং।
রাধা মাধায় হৃদয়ে ত্যাজ ব্রজসুন্দরীঃ॥ ২৫

শ্রীকৃষ্ণ উৎকণ্ঠামাহ। কংসারি শ্রীনন্দনন্দন রুচিত্বাৎ। হৃদয়ে স্বীয়ান্তরি রাধাং বৃষভানু তনয়াং আধায় আসম্যক প্রকারেণ হৃদয়ে ধৃত্বা ব্রজসুন্দরী, ব্রজাঙ্গনাঃ নিশিকান্তারে তৎত্যাজিতবান্ অর্থাৎ হৃদয়ে তদ্ধারণ পূর্ব্বকং শারদীয় রাসান্তর্ব্বিস্ফুর্ত্তা চলিত ইত্যর্থঃ। রাধাং কীদৃশাং অপি নিশ্চয়েণ পূর্ব্বানুভূত স্মৃত্যুপস্থাপিতা বিষয়স্পৃহা বাসনা সম্যক সারভূতয়া প্রাক্ নিশ্চিতায়া বাসনায়া বন্ধনায় স্থূলা নিথননন্যায়েন দৃঢ়িকরণায় শৃংখলাং নিবিড় রূপাং পরমাশ্রয় মিত্যর্থ। যথা কশ্চিৎ বিবেকী পুরুষঃ তারতম্যেণ সারবস্তু নিশ্চয়াং তদেক চিত্তঃ তদন্যং সর্ব্বং ত্যজতি তথায়মপি তান্ত ত্যাজ ইত্যভিপ্রায়ঃ। ২৫

সরস বাশন্তী রাসে সাপেক্ষানু রাগ।
কাম বৃত্তি বল হেতু কাপট্টের দাগ॥
তরল তরল তাই গাঢ়তা না স্ফুরে।
অপেক্ষা লাগিয়া ভয়ে আসে যায় ফিরে॥
নিরূপেক্ষ হৈলে অনুরাগ গাঢ় হয়।
অন্য স্থিতি জ্ঞানে অনুরাগ ক্ষীণ কয়॥
গোপী রয় রাধা রয় সক্ষাতে সাক্ষাতে।
সাক্ষাতে ত্যেজয়ে কৃষ্ণ গোপ্যনপেক্ষাতে॥
তবে জানি গোপীত্যাগ কৈল রাধা লাগি।
তবে জানি রাধায় কৃষ্ণ দৃঢ় অনুরাগী॥
এমত না হৈলে বুঝ সে কালে তখন।
সম্ভোগ বিলাস রস খণ্ডিত লক্ষণ॥

গীতগোবিন্দে। ইতস্তত স্তামনুসৃত্য রাধিকা-
মনঙ্গবাণ ব্রণখিন্ন মানসঃ।
কৃতানুতাপঃ সকলিন্দ নন্দিনী-
তটান্ত কুঞ্জে বিষসাদ মাধবঃ॥ ২৬

তদনন্তরং কৃত্য মাহ। মাধবঃ শ্রীরাসবিহারী। ইতো তস্মাৎ শ্রীরাস মণ্ডলাৎ। ততস্মাৎ সর্ব্বদিক্ষাৎ তাং রাধাং অনুসৃত্য অন্বেষণং কৃত্বা অপ্রাপ্তা। অনঙ্গবাণ ব্রণখিন্ন মানসঃ কন্দর্পবাণেন ব্রণ খিন্নং দুঃখিতং মানসং যস্য এবম্ভূত-সন্ স রাসবিহারী রাসমণ্ডলহিত্বা রাধামাপ্রাপ্তাঃ কলিন্দনন্দিনী তটান্ত কুঞ্জে যমুনাতীরে কানন কুঞ্জে বিষসাদঃ। ২৬

এই দুই শ্লোকের অর্থ বিচারিলে জানি।
বিচারিতে উঠে যেন অমৃতের খনি॥
শত কোটী গোপী সঙ্গে রাস বিলাস।
তার মধ্যে এক মূর্ত্তে রহে রাধা পাশ॥
সাধারণ প্রেম দেখি সর্ব্বত্র সমতা।
রাধার কুটিল প্রেমা হইল বামতা॥
ক্রোধ করি রাস ছাড়ি গেলা মান করি।
তারে না দেখিয়া ব্যাকুল হৈলা হরি॥
সম্যক বাসনা কৃষ্ণের ইচ্ছা রাস লীলা।
রাস লীলা বাসনাতে রাধিকা শৃঙ্খলা॥
তাহা বিনা রাসলীলা নাহি ভায় চিতে।
মণ্ডলী ছাড়িয়া গেলা রাধা অন্বেষিতে॥

বিপ্রলম্ভ রসাভাবে অপূর্ণ তাহাতে।
দুঁহ মিলি পরিপূর্ণ অনুরাগ যাথে॥
প্রবাসে বিতর্কভাব বিপ্রলম্ভ নাশে।
ধরণী আশ্রয় তাই কৈল সেই আশে॥ ২৮

ইতস্তত ভ্রমি কাঁহা রাধা না পাইয়া।
বিষাদ করেন কাম বাণে ক্ষীন হঞা॥
শতকোটী গোপীতে নহে কাম নির্ব্বাপন।
ইহাতেই অনুমানি শ্রীরাধিকার গুণ॥ ৩০

কাব্যমঞ্জরী। শরৎ বসন্ত দুই কালে কৈল রাস।
সারদীয় রাস করি গমন প্রবাস॥
শ্রীরাধিকার সম গুণ কোন নায়িকাতে।
আছে কিনা আছে হয় একামনা চিতে॥
মথুরা দ্বারকা পুরে নানাবিধ রঙ্গ।
করিল যতনে কত রমণীর সঙ্গ॥
শ্রীরাধার সম গুণ না দেখি কোথায়।
কামনা বাড়িল ব্রজে দেখি গোপীকায়॥
বসন্ত সময় আসি রাস আরম্ভিল।
শত কোটী গোপী আনি রাসে প্রবেশিল॥
শ্রীরাধিকা যুথেশ্বরী তার যুথ গণ।
শ্রীরাস মণ্ডলে রাস করে দরশন॥
তার মধ্যে এক সখি রহে রাধা পাশে।
কৃষ্ণ রাস করে দেখি পরম হরিষে॥
রাধা অঙ্গ কিরণ সুগন্ধ মনোরমে।
রময়ে কৃষ্ণের মন অন্য গোপী সনে॥
তাসবার পরস্পর সম্ভোগেতে মন।
একের মিলনে আনে না করে যতন॥
কৃষ্ণ পরিশ্রম করে নাহি ভায় চিতে।
সাধারণ প্রেম রাই দেখে সর্ব্বত্রেতে॥

নিজ সখী বিমুখ নিরখি হৈল মান।
বিশুদ্ধ প্রেমেতে নহে সাধারণ কাম॥
মানে রাস দরশনে হইল বিমুখ।
স্থান পরিত্যাগ কৈল মনে ভাবি দুঃখ॥
কৃষ্ণ মনঃকাম জানিবারে রাধা গুণে।
শত কোটী গোপী হৈতে না হৈল পুরণে॥
অন্তরে বাড়িল শোক আকুল হইয়া।
ইতস্ততঃ ভ্রমী বুলে রাধা অন্বেষিয়া॥

শোকভাব। ইষ্টনাশ অনইষ্টকে রস পরি কিছু না রসায়।
শোকভাব জান ন কিহে যো জগজনমে আয়॥
কংস শব্দে রোগ শোক দুঃখ ভব ভয়।
কৃষ্ণ স্পর্শে তার লেশ কভূ নাহি রয়॥

তথাহি। কংস রোগে চ শোকে চ দুস্থে চাপি ভব ভয়ে।
হেন কৃষ্ণ রাধা প্রেমে শোকেতে আতুর।
এই প্রেম বিনা কৃষ্ণ প্রাপ্তি বহু দুর॥
শুনিয়া প্রভুর মনে আনন্দ বাড়িল।
শুনিবারে কৃষ্ণ তত্ত্ব পুন প্রশ্ন কৈল॥ ২৯।৩০

রসে রাস সরস বসন্ত ইথে জানি।
মহাসত্বা কাম কৃষ্ণ বিলাস তাথে মানি॥
কাম রসে ভাব হয় তাহাতে উল্লাস।
সেই সে শৃঙ্গার নাম রসের বিলাস॥
রসের বিলাসে রাস মণ্ডলী বন্ধন।
অনুভাবে শতকোটী গোপীর ঘটন॥
যত গোপী তত কৃষ্ণ মধ্যে মধ্যে জড়া॥
প্রফুল্লিত পদ্ম মধ্যে নীল পদ্ম কোঁড়া॥

পদ্মে পদ্ম মধু খায় তাহে পদ্ম পোষে।
গোপী ভাবে রাস রসে কৃষ্ণ কাম তোষে॥
বহু মণ্ডল-কুণ্ডলী ভাব অনুরূপ।
যোগ মায়া রচে রাস রসের স্বরূপ॥
তাহাতে প্রত্যেকে কৃষ্ণ হন স্বপ্রকাশ।
ইচ্ছা মনে আস্বাদিতে রসের নির্যাশ॥
ইচ্ছাময়ী রাধা রূপ গুণে আকর্ষিল।
মণ্ডলী ছাড়িতে কৃষ্ণ যাহে মন কৈল॥
প্রকট ছাড়িতে নারে গোপীরে ডরায়।
রাধারূপ চুরি করি স্বরূপে মিশায়॥
সাপেক্ষানুরাগ তাহে কাম সত্বা জারে।
তথি লাগি প্রবাস কৃষ্ণের কাম তরে॥
পরবাসে রাগ ভাব অনু বিচারিয়া।
লালসা বাঢ়ল হিয়া শ্রীরাধা লাগিয়া॥
তাথে অনুরাগ বাড়ে নিতি নব নব।
প্রত্যক্ষ করিতে চাহে রাধা অনুভব॥
তাহা লাগি নব বৃন্দাবন দ্বারকায়।
রাধা সাধ্য কৈল ব্রজে পাইতে রাধিকায়॥
অনুভবে ভাবোল্লাস ব্রজ প্রতি মন।
বসন্ত সময় পাই পুন আগমন॥
বাসন্তী রাস বিলাস ইচ্ছা কৃষ্ণ মনে।
জানিয়া সে ইচ্ছা শক্তি করি সমাধানে॥
নাহি যোগ ক্রিয়া ইথে যোগ মায়া শক্তি।
এ রাস বিলাসে মাত্র শুদ্ধ প্রেম ভক্তি॥
সম্ভোগ বিলাসে বিপ্রলম্ভের বিকাশ।
দেখাবারে ইচ্ছাশক্তি কৈল পরকাশ॥
বাসন্তী রাসেতে গোপী রাধাকৃষ্ণ ভজে।
ভজিতে ভাঙ্গিলে ভাব শুদ্ধ নহে কাজে॥

রাধাকৃষ্ণ কৃষ্ণ তার নিজগণ সনে।
রাধাভাবে রাধা পাশে দেখে এক মনে ॥
বিভোল গোপিনীগণ না জানে সম্ভোল।
রসাবেশে ঘেরা সুখ বেড়া ভ্রম জাল ॥
কেহ কারে নাহি হেরে রসে ঢর ঢর।
কৃষ্ণ সুখ মনে নাই কাঁপে থর থর ॥
রস ভঙ্গ দেখি রাই বিমুখি হইলা।
অন্তরঙ্গ তার সনে মণ্ডলী ছাড়িলা ॥
শ্রীরাধিকা মান ভাবে হইলা খণ্ডিত।
যাথে সাধারণ দেখে কৃষ্ণের চরিত ॥
অক্লেশ কেশব মুগ্ধ এই রাধা ভাবে।
মুগ্ধ মধুসূদন ক্লেশ কর অনুভবে ॥
খণ্ডিতা কলহে যায় শ্রীকৃষ্ণ অন্তর।
রাধার বিরহে কৃষ্ণ হইলা কাতর ॥
সে ভাব জানিয়া লেখে কবি জয়দেব।
সুললিত ছন্দাবলী যাথে পদ্মাসেব ॥
বুঝহ মরম সাধু সঙ্গে মন দিয়া।
সুখদার্থ লাভে প্রফুল্লিত হবে হিয়া ॥
ধরণী কহিছে কথা কহিতে না জানি।
নিজ হিয়া বুঝাইতে করি টানাটানি ॥ ১
ইতঃ হেথা ততো সেথা এমতি বুঝায়।
ইতস্ততো ইঙ্গিতে সে কোন স্থান কয় ॥
ইতঃ রাসে কৃষ্ণ কাম জগত সফল।
ততো ভাব রাসে সেবে গোপীর মণ্ডল ॥
একে রস রাস আরে ভাব রাস স্থলী।
গোপী সনে কৃষ্ণ ক্রীড়া বান্ধিয়া মণ্ডলী ॥
তাথে ইথে অনুসরি গোপীকার গণ।
রাধা ভাব লাভ নহে তাহে উনমন ॥

রাধার স্বভাব ভাবে কৃষ্ণ কাম ময়।
অনঙ্গের পঞ্চবাণে ক্ষিন্ন মন হয়॥
বাণবিদ্ধ ব্রণ ক্ষীন্ন অনুতপ্ত হিয়া।
কলিন্দ নন্দিনী বহে বুকদরবিয়া॥
প্রবাহিনী তীরে তটে অন্ত কুঞ্জে বসি।
বিষাদে আপনে তথা মাধব প্রবাসী॥
উন্মাদ লক্ষণে যেই বলে সেই করে।
বনে বনে রাই চাহি কুঞ্জে কুঞ্জে ফিরে॥
প্রেম অনুরাগ বিনু তার স্থৈয্য নয়।
ব্রজেশ্বর শুদ্ধ প্রেম রাধার হৃদয়॥
রাধার হৃদয় ধরে করে অনুরাগ।
নিপটিয়া যায় তার যত কাম দাগ॥
নিদাগ নিধার প্রেম তবে জানি হয়।
ধরণী কহিছে যবে চরণ আশ্রয়॥ ২॥
কংসারি কৃষ্ণের শোক বড় অসম্ভব।
কি কথা বলয়ে গ্রন্থে কর অনুভব॥
স্মরণে দর্শনে স্পর্শে শোক তাপ হরে।
হেন কৃষ্ণ শোক ইহা কি বুঝ অন্তরে॥
ইষ্টে সার সিকী রাগ স্বরূপ লক্ষণ।
ইষ্টে আবিষ্টতা তটস্থা লক্ষণ কথন॥
কৃষ্ণ ইষ্ট রাধা রাধা কৃষ্ণ ইষ্ট হয়।
সারসিকী ইষ্টময়ী রাগাত্মিকা কয়॥
ইষ্টে গাঢ় তৃষ্ণা তার আছে অনুক্ষণ।
আবিষ্ট হইয়া করে সদা আরাধন॥
তাহে শঙ্কা যোগ নাই নাহি পরিমিতি।
অনুরাগে কৃষ্ণ বান্ধা হৃদে নিত্য স্থিতি॥
বাহিবে সদাই বাম্য বক্র ব্যবহার।
যাহাতে রাগিনী রাগ বাড়ে অনিবার॥

প্রভু কহে যাহা লাগি আইল তোমা স্থানে।
সেই সব তত্ত্ব বস্তু হৈল মোর জ্ঞানে॥
এই ত জানিল সাধ্যা বধি সুনিশ্চয়।
আগে কিছু কহ মোর শুনিতে মন হয়॥
কৃষ্ণের স্বরূপ কহ রাধার স্বরূপ।
রস কোন তত্ত্ব প্রেম কোন তত্ত্বরূপ॥
কৃপা করি এই তত্ত্ব কহত' আমারে।
তোমা বিনা ইহা কেহ নিরূপিতে নারে॥

সে রাগ ধরিতে কৃষ্ণ নারে কোন মতে।
সাপেক্ষ প্রেমেতে রাগ নাহি স্ফুরে চিতে॥
অতএব ইষ্টে তার গাঢ় তৃষ্ণা নাই।
কামাত্মিকা কৃষ্ণ করি ইথি লাগি গাই॥
ইষ্টে আবিষ্টতা নাই অন্যত্র বিলসে।
শত কোটী গোপী সঙ্গে যাথে কৈল রাসে॥
বাসনা রাসেতে রস আস্বাদ নির্য্যাস।
রস ভঙ্গ হৈল তাহে উপজিল ত্রাস॥
রাগিনীর রাগ তাহে উছলি উঠিল।
মানে রাস স্থলী ত্যজি অন্যত্র চলিল॥
ইষ্টনাশ অনিষ্টের সূচনা দেখিয়া।
গাঢ় তৃষ্ণ লাগি কৃষ্ণ শোক ভাব হিয়া॥
সংসার বাসনা যত শ্রীব্রজ সুন্দরী।
ত্যজিতে আশ্রয় কৈলা শৃঙ্খলা কীশোরি॥
সে ভাবে আবিষ্ট হতে শোকাবিষ্ট মন।
রাধাপ্রেম রূপ গুণ চিন্তা অনুক্ষণ॥
আবিষ্টতা হয় চিত্তে রাধা প্রেম গুনি।
হৃদয়ে উদয় রাধা রূপ চিন্তামণি॥
তাহার প্রভাব ভাব আবেগের তরে।
ধরণী কহিছে যাই চরণেতে ধরে॥ ২৯। ৩০

রায় কহে ইহা আমি কিছুই না জানি।
যে বাণী কহাও তুমি তাই কহি আমি॥
তোমার শিক্ষায় পড়ি যেন শুক পাঠ।
সাক্ষাৎ ঈশ্বর তুমি কে বুঝে তোমার নাট॥
হৃদয়ে প্রেরণ করি জীহ্বায় কহ বাণী।
কি কহিয়ে ভাল মন্দ কিছুই না জানি॥ ৩১
প্রভু কহে মায়াবাদী আমিত সন্ন্যাসী।
ভক্তি তত্ত্ব নাহি জানি মায়াবাদে ভাসি॥

মহাপ্রভূ কহিলেন, রামানন্দ, তোমার নিকট আমার যে জন্য আগমন তাহা সিদ্ধ হইল। "তত্ত্ব বস্তু কৃষ্ণ কৃষ্ণ প্রেমরূপ" ইহাও জানিলাম। ইহাই সাধ্যাবধি হইলেও আরও আগে কিছু শুনিতে মন হইতেছে। এতএব কৃষ্ণের স্বরূপ, রাধিকার স্বরূপ, রস কোন তত্ত্ব, প্রেম কোন তত্ত্ব, ও রূপ কোন তত্ত্ব, আমা প্রতি কৃপা প্রকাশ পূর্ব্বক বুঝাইয়া বল কারণ এই সকল তত্ত্ব নিরূপণ করে এমন আর দ্বিতীয় পাত্র নাই।

বিনয়ের খনি রামানন্দ রায় কহিলেন, কৃষ্ণের স্বরূপ রাধার স্বরূপ, রসতত্ত্ব, প্রেমতত্ত্ব, ও রূপ তত্ত্ব ইহার আমি কিছুই জানি না। কারণ মাধুর্য্যের কথা মধুর ভক্তগণের বলিবার অবকাশ নাই। কেবল ঐশ্বর্য্য জ্ঞানিগণই তাহা বর্ণনা করিয়া থাকেন। তবে ইতঃপূর্ব্বে কথাচ্ছলে যাহা বলিয়াছি তাহা বাণী রূপে তুমিই বলিয়াছ আমার বাক্য সে কেবল শুক পঠন ন্যায় মাত্র। কারণ আমি নিঃশক্তি কেবল মানুষ বইত' নই। আর তুমি সাক্ষাৎ ঈশ্বর, কারণ আমার নিকট বর্ত্তমান শক্তি সম্পন্ন মানুষ বিগ্রহ। আমা হইতে গোপন থাকিবার যে চেষ্টা তাহাই তোমার মায়া নাট এবং তজ্জন্যই হৃদয়ে প্রেরণ করিয়া আমার জিহ্বায় বাণীরূপে প্রকাশ পাইতেছ। তোমার এই মায়ানাট কে বুঝিতে পারে। অতএব অবুঝ মানুষ আমি যাহা বলিয়াছি, যাহা বলিতেছি বা যাহা বলিব তাহার ভাল মন্দ বিচার কিছুই জানি না। ৩১

সর্ব্বভৌম সঙ্গে মন নির্ম্মল হইল।
কৃষ্ণভক্তি তত্ত্ব কহ তাহারে পুছিল॥
তিঁহ কহে আমি নাহি জানি কৃষ্ণ কথা।
সবে রামানন্দ জানে তিঁহ নাহি হেথা॥
তোমার ঠাঁই আইল তোমার মহিমা শুনিয়া।
তুমি আমায় স্তুতি কর সন্ন্যাসী জানিয়া॥
কিবা বিপ্র কিবা ন্যাসী শূদ্রকেন নয়।
যেই কৃষ্ণ তত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়॥
সন্ন্যাসী বলিয়ে মোরে না কর বঞ্চন।
কৃষ্ণ রাধা তত্ত্ব কহি পূর্ণ কর মন॥ ৩২

পুনরায় মহাপ্রভু কহিলেন, আমি মায়াবাদী অর্থাৎ মায়ার পক্ষ সমর্থনকারী কারণ আমি এবং আমার মায়া উভয়েই সহজ। আমার মায়া আমাকে প্রচ্ছন্ন না করিলে আমি গুপ্ত হইতে পারি না। মায়াবাদী হইলেও আমি আমার সহজ স্বভাবে সর্ব্ব সংহার করত সন্ন্যাসী হই। আমার এই সংহরণ জন্য যে ত্যাগ তাহাকে উপাদান করিয়া মায়া অনন্ত সংসার রচনা করে। আমার এই অসৎ অংশ হইতে জগৎ উৎপন্ন বলিয়া আমি মায়াবাদী সন্ন্যাসী। আমি, আমার মায়া, ও আমার অসদাংশ উৎপন্ন জগৎ আমার, ইত্যাকার অভিমান জন্য ও ভক্তি তত্ত্ব না জানায়, মায়াবাদে ভাসমান। আমার অসদাংশ উৎপন্ন জগতেই সকলে আমাকে উপলব্ধি করে, অতএব এই অসতে আমা দর্শনও অসৎ, কারণ এইরূপ প্রকার দর্শন মায়া জন্যই হইয়া থাকে। আমার অসৎ হইতে সতে গমণের দ্বারস্বরূপ সার্ব্বভৌমের সঙ্গ প্রভাবেই আমি নির্ম্মল ভাবে প্রতীয়মান হই। নির্ম্মলিকৃত মন সার্ব্বভৌম দ্বারেই ভক্তি তত্ত্ববেত্তার উদ্দেশ পায়। রামানন্দ তুমিই সেই উদ্দিষ্ট বস্তু। অতএব কৃষ্ণ ভক্তি তত্ত্ববেত্তা বলিয়া তোমার মহিমা শ্রবণ করত আমি তোমার নিকট আসিয়াছি। এখন তুমি কিন্তু সন্ন্যাসী বুদ্ধে, আমাকে জানিয়াও, স্তুতি করিতেছ কেন? মায়াবাদীত্ব নিরশনের জন্য সন্ন্যাস করিলে কি হইবে?

যদ্যপি রায় প্রেমী মহা ভাগবতে।
তার মন কৃষ্ণ মায়া নারে আচ্ছাদিতে॥
তথাপি প্রভুর ইচ্ছা পরম প্রবল।
জানিতেহ রায়ের মন হৈল টলমল॥
রায় কহে আমি নট তুমি সূত্রধার।
যেই মত নাচাও সেই মত নাচিবার॥
মোর জিহ্বা বীণাযন্ত্র তুমি বীণা ধারী।
তোমার মনে যেই উঠে তাহাই উচ্চারি॥ ৩৩

আত্ম মায়াত' তাহাতে যাইবার নয়। কারণ আত্মমায়াই সন্ন্যাস করণের মূল কারণ। ভক্তি তত্ত্ববেত্তার উদ্দেশকারী সার্ব্বভৌম সঙ্গে সন্ন্যাস জনিত অহঙ্কার অপগত হইলে, শুদ্ধতম পর্য্যন্ত নষ্ট হয়। তবে কৃষ্ণ ভক্তি তত্ত্ব কথা শুনিবার ইচ্ছা জন্মে এবং সার্ব্বভৌম দ্বারে ভক্তি তত্ত্ববেত্তার উদ্দেশ পাইয়া উদ্দিষ্ট বস্তু লাভে অবিচারে বিশ্বাস পূর্ব্বক গুরুরূপে আশ্রয় করিলে কৃষ্ণরাধা তত্ত্ব শুনিয়া মন পূর্ণ হয়। তুমি আমার সন্ন্যাসী স্বরূপে সেই অবস্থার পূর্ণ বিকাশ দেখিয়াও আমাকে সন্ন্যাসী বলিয়া কেন বঞ্চনা করিতেছ। রামানন্দ এই সংসারে বিপ্রই কি, সন্ন্যাসীই কি, আর শূদ্রই কি যে কেহ কৃষ্ণ তত্ত্ববেত্তা সেই গুরু। অতএব কৃষ্ণরাধা তত্ত্ব বলিয়া আমার মন পূর্ণ কর কারণ কেবল মাত্র রাধাকৃষ্ণ তত্ত্ব জানিয়া আমি অপূর্ণই আছি। ৩২

মহাপ্রভুর এইরূপ উক্তি শ্রবণানন্তর রামানন্দ রায়, যদিও মহাভাগবতে অর্থাৎ রাধাকৃষ্ণে প্রেমী আর তৎজন্য কেবল কৃষ্ণমায়া তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিতে পারে না তত্রাচ প্রভু শক্তি সম্পন্ন সন্ন্যাসীর ইচ্ছা পরম প্রকৃষ্টরূপে বলবতী হওয়ায় জানিয়াও তাহার মন টলমল করিয়া উঠিল, কহিলেন আমি নট তুমি সূত্রধার অতএব তুমি আমাকে যেরূপে নাচাও সেইরূপই আমার নর্ত্তন। আমার জিহ্বা বীণাযন্ত্র তুমি বীণাধারী, অতএব তুমি যাহা মনে করিতেছ তাহাই আমি উচ্চারণ করি। আমার নিজের কিছুই করিবার নাই তবে তোমার ইচ্ছা শক্তি প্রভাবে তুমি যাহা করাইয়া লও তাহাই করিতে হয়। ৩৩

রামানন্দ মিলন গ্রন্থ একত্র লিখিল।
দুইভাগ করিবারে গোসাঞী কহিল।
যে লাগি কহিল তাহা বুঝিতে না পারি।
দুই ভাগ করিল গ্রন্থ আজ্ঞা অনুসারি॥
প্রথম খণ্ডেতে সাধ্য বস্তুর নির্ণয়।
পৃথক পৃথক তাহা করিল নিশ্চয়॥
দশবিধ বস্তু পাত্র ভেদে দেখাইল।
সুনিশ্চয় করি কান্তা প্রেম নির্দ্ধারিল॥
তার মধ্যে কান্ত ভাব সাধ্যাবধি কহে।
কান্তা প্রেমে সাধিলে সে বশীভূত রহে॥
পুন কান্তা ভাবে হয় অধীন তাহার।
এই লাগি কৃষ্ণ ঋণী কহে গ্রন্থকার॥
ঈশ্বর মানুষ বশ জানি ইহা হৈতে।
মানুষে ঈশ্বরে খেলা সাধ্যাবধি তাতে॥
তার মধ্যে রাধা প্রেম সাধ্য শিরোমণি।
যাহার অধীন কৃষ্ণ কহেন আপনি॥
তবে শ্রীরাধার প্রেম মহত্ত্ব কহিল।
রাধাকৃষ্ণ বিলাসের অন্ত দেখাইল॥
তবে প্রভু পুছে রায়ে কৃষ্ণের স্বরূপ।
কহিবারে কহে পুন রাধার স্বরূপ॥
রসতত্ত্ব প্রেমতত্ত্ব রূপতত্ত্ব পুছে।
দ্বিতীয়ে কহিতে আজ্ঞা কহিব তা' পাছে॥
কৃষ্ণরাধা তত্ত্ব তাহে কহিব বিস্তারি।
যেমন শুনিল প্রভু রায়ে বক্তা করি॥
রাধাকৃষ্ণ লীলা তত্ত্ব বিলাস তাহার।
তাহে প্রেম রস আদি যে কৈল বিচার॥

সে সব লিখিল আদ্য খণ্ডেতে বিবরি।
রামানন্দ পদ দ্বন্দ হৃদয়ে সমরি॥
নিত্যানন্দ চন্দ্র আজ্ঞা উদ্ভট্ট সকলি।
না করিলে মরে রাম তাই এ বিকলি॥
বিকুলিতে খণ্ড দুই পৃথক করিল।
অভিরাম রামদাস শরণ লইল॥
শুবুদ্ধি সুবুদ্ধিদাতা বড় কৃপা করে।
সপ্নাবেশে আসি দেখা দেয় ঘুমঘোরে॥
পরশিতে চরণ হইল নিদ্রা ভঙ্গ।
প্রভাত হইল মনে ভাবের তরঙ্গ॥
ভাবিতে চরিত্র চিত্র চৈতন্য চরিত।
মনেতে প্রতীত অর্থ হৈল অন্য রীত।
চৈতন্য চরিত গ্রন্থ বিচারিতে দেখি।
কবিরাজ গৌন আজ্ঞা খণ্ড করি লিখি॥
দুই খণ্ড করিল সে শক্তি অনুসার।
বহু খণ্ড প্রচারিবে আসি পুনর্ব্বার॥
ইচ্ছা ভরি প্রকট কহিবে সব বাণী।
সঙ্কেত উঘাড়ি প্রেম সারল্যের খনি॥
মো অতি অধম তার সূত্র মাত্র কৈল।
রঙ্গিয়া নিতাই চাঁদ যেন লেখাইল॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ অদ্বৈত চরণ।
ভক্ত বৃন্দ পদ রেণু মস্তক ভূষণ॥
শ্রীস্বরূপ রূপ রঘু আর সনাতন।
জীব ভট্ট রঘু আর গোপাল চরণ॥
কৃষ্ণদাস কবিরাজ চরণ যুগল।
ধরণী ভূষণ হয় চরিত্র নির্ম্মল॥

সবার চরণ রেণু প্রতি করি আশ।
রামানন্দ মিলন কহে এ ধরণী দাস॥

ইতি শ্রীচৈতন্য চরিতাস্বাদনে
রামানন্দ মিলন।
প্রথম খণ্ড।
সমাপ্ত।